বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

আদর্শ হিন্দু হোটেল

নাট্যরূপ

গোপাল চট্টোপাধ্যায়

প্রথম অভিনয়
রঙমহল রঙ্গমঞ্চ
জুন, ১৯৫৩

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট : কলিকাতা—১২

মূল্য দুই টাকা

প্রথম সংস্করণ

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২ হইতে শ্রীভানু রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও নিউ সরস্বতী প্রেস ১৭, ভীম ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬ হইতে শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র পান কর্তৃক মুদ্রিত।

শক্তিমান নট ও সুদক্ষ পরিচালক

শ্রদ্ধেয় শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য্য

মহোদয়ের করকমলেষু

স্নেহধন্য

"গোপাল"

—আমার কথা—

পেশাদার রঙ্গমঞ্চে আমার লেখা নাটক এই প্রথম। এর আগে সৌখীন সম্প্রদায়ে ১৯৪১ ও ১৯৪৬ সালে যথাক্রমে "অপরাধী" ও "ছন্দপতন" নাটক রঙমহল রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। সৌখীন সম্প্রদায়ের অভিনয়কালে আমার প্রায়ই মনে হ'য়েছে নিজের দলের জন্য লেখা নাটকের জনপ্রিয়তা বেশী হয়। কিন্তু নাটক লেখা তো সহজ কাজ নয়, "অপরাধী" ও "ছন্দপতন" লেখার পর এই অভিজ্ঞতাই আমার হ'য়েছে যে নাটক লিখ্‌তে গেলে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে নাট্যকারকে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত হ'তে হবে। তাই ১৯৫০ সালে আমি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যোগদান করি। যথাক্রমে রামের সুমতি, পণ্ডিতমশাই, আবুলহাসান, কারাগার, সিরাজদ্দৌলা, গৈরিকপতাকা, কর্ণার্জ্জুন, কেরাণীর জীবন, সেই তিমিরে, পতিব্রতা, মহানিশা, মৃন্ময়ী গার্লস স্কুল, বিষবহ্নি, চাঁদবিবি, চরিত্রহীন, প্রভৃতি নাটকে অভিনয় ক'রে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করি। নাট্যকার শ্রদ্ধেয় শচীন সেনগুপ্ত মহাশয় আমার "ছন্দপতন" নাটক দেখার পর থেকে বরাবরই নাটক লেখবার জন্য আমাকে উৎসাহিত ক'রতেন। এজন্য আমি তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

প্রসিদ্ধ কথাশিল্পী পরম শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "আদর্শ হিন্দু হোটেল" সর্ব্বজন-সমাদৃত উপন্যাস। বাংলা কথাসাহিত্যে "আদর্শ হিন্দু হোটেল" বিশিষ্ট স্থান লাভ ক'রে আছে। এই "আদর্শ হিন্দু হোটেল" নাটকে রূপ দেবার পর যশস্বী অভিনেতা ভানু চট্টোপাধ্যায় বইখানি মঞ্চস্থ করার জন্য আমাকে বিশেষ উৎসাহিত করেন এবং বহুদিক দিয়ে নাটকখানির সাফল্যের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমও

করেন। শ্রদ্ধেয় নট ধীরাজ ভট্টাচার্য্য নাটকখানি পড়ে বলেন, "এ নাটক হচ্ছে সোনার খনি, তুমি আমার নির্দ্দেশ-মত কিছু অদল বদল ক'রলেই সত্যিকারের একটি নতুন ধরনের নাটক আমরা বাংলাদেশে পরিবেশন করতে পারবো।" ধীরাজদা ও ভানুদার অক্লান্ত পরিশ্রমে নাটকখানি সাফল্য-মণ্ডিত হয়েছে ও জনপ্রিয়তা লাভ ক'রেছে সেজন্য এঁদের কাছে আমি বহুরকমে ঋণী হ'য়ে রইলুম। আমি ভগবানের কাছে ভানুদা ও ধীরাজদার দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি।

বিভূতিভূষণের "আদর্শ হিন্দু হোটেল" উপন্যাসে হাজারি ঠাকুরের বোম্বে চ'লে যাওয়াই উপন্যাসের শেষ, কিন্তু কৌশল ক'রে ট্রেন ফেল্ করিয়ে হাজারি ঠাকুরকে বোম্বে যেতে না দিয়ে তার আজন্ম সাধনার "আদর্শ হিন্দু হোটেল"-এর স্বপ্ন ও প্রতিষ্ঠা দেখিয়েই নাটকটি শেষ করেছি। এতে মূল উপন্যাস ব্যাহত হয়নি বরং সাংবাদিক ও দর্শক সাধারণের মতে নাটকের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে।

"আদর্শ হিন্দু হোটেল" নাট্যরূপ প্রকাশ করবার জন্য বিভূতিবাবুর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়, চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যিক গজেন্দ্র মিত্র ও সুমথ ঘোষ আমাকে বহু রকমে সাহায্য করেছেন। গজেনবাবু যত্ন ক'রে প্রুফ দেখে আমায় সাহায্য করেছেন, তাঁর কাছেও আমি ঋণী হ'য়ে রইলুম। রঙমহল রঙ্গমঞ্চে "আদর্শ হিন্দু হোটেলে"র শ্রীদানকারী শিল্পীদেরও এই সুযোগে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

২৯শে জুলাই, ১৯৫৩,
১৩৩ গোলক দত্ত লেন,
কলিকাতা—৫

বিনয়াবনত
গোপাল চট্টোপাধ্যায়

— নাটকের চরিত্র —

বেচু চক্কত্তি—	রাণাঘাটের হোটেলের মালিক।
হাজারি ঠাকুর—	ঐ হোটেলের ঠাকুর।
রতন ঠাকুর—	ঐ হোটেলের সহকারী ঠাকুর।
মতি—	ঐ হোটেলের চাকর।
যতীশ—	ঐ হোটেলের মাসকাবারী খরিদ্দার।
কানাই—	বেচু চক্কত্তির শ্যালক।
যদু বাঁড়ুয্যে—	পাশের হোটেলের মালিক।
বংশীধর—	ঐ হোটেলের ঠাকুর।
হারু—	ঐ হোটেলের চাকর।
নরেন—	বংশীধরের ভাগ্নে।
নটীলাল কাঞ্জিলাল—	জনৈক খরিদ্দার।
হরিচরণ মুখোপাধ্যায়—	এঁড়োশোলা গ্রামের জমিদার।
নেপাল বাবু—	পুলিশের কর্ম্মচারী।
সুরেন— হরেন— অজিত—	শিকারীত্রয়।
খরিদ্দার—	শান্তিপুরের গাড়ীর যাত্রী।
ভদ্রলোকগণ—	
বৈরাগী—	ভিখারী গায়ক।
অবাঙ্গালী ভদ্রলোক—	খাড়েড কোম্পানীর অন্যতম অংশীদার।
পদ্ম—	বেচু চক্কত্তির হোটেলের ঝি।
কুসুম—	হাজারির প্রতিবেশীর কন্যা।
অতসী—	হরিচরণ বাবুর কন্যা।
টেঁপীর মা—	হাজারির স্ত্রী।
টেঁপী—	ঐ কন্যা।

কুসুমের সহচরী ইত্যাদি।

—রূপায়নে—

বেচু চক্কত্তি	শ্রীভানু চট্টোপাধ্যায়
হাজারি ঠাকুর	শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য্য
রতন ঠাকুর	শ্রীমধুময় দাস
মতি	শ্রীশ্রীকণ্ঠ গুপ্ত
যতীশ ভট্টাচার্য্য	শ্রীআদি ঘোষ
কানাই	শ্রীশম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়
যদু বাঁড়ুয্যে	শ্রীদেবেন বন্দ্যোপাধ্যায়
বংশীধর	শ্রীসুজিৎ মুখোপাধ্যায়
হারু	শ্রীকালী বন্দ্যোপাধ্যায়
নরেন	শ্রী"অভিজিৎ"
নটীলাল কাঞ্জিলাল	শ্রীভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (ফিল্ম)
হরিচরণ মুখোপাধ্যায়	শ্রীমণি মুখোপাধ্যায়
নেপাল বাবু	শ্রীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়
সুরেন	শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য্য
হরেন	শ্রীহরেন গাঙ্গুলী
অজিত	শ্রীসি, সিমলাই
খরিদ্দার	শ্রীসুভাষ চট্টোপাধ্যায়
ভদ্রলোকগণ	শ্রীগণেশ সরকার, নৃপেন মুখার্জ্জী
বৈরাগী	শ্রীমিনে চক্রবর্ত্তী পরে অধীর ভট্টা:
অবাঙ্গালী ভদ্রলোক	শ্রীকালী বন্দ্যোপাধায়
পদ্ম	সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় (ফিল্ম)
কুসুম	গীতশ্রী (ফিল্ম), পরে সুদীপ্তা রায়
অতসী	কল্যাণী দাস, বি. এ.
টেঁপীর মা	সবিতা দেবী, পরে ইরা চক্রবর্ত্তী
টেঁপী	মীরা ব্যানার্জ্জী পরে মঞ্জুশ্রী চট্টো:
কুসুমের সহচরী	গীতা দেবী

স্মারক

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীকমল বসু।

আবহ সঙ্গীত পরিচালনায়

শ্রীসুবোধ মল্লিক (ছিনুবাবু)

শব্দ যন্ত্রী

শ্রীপ্রভাত হাজরা

ব্যবস্থাপনায়

শ্রীরবীন চট্টোপাধ্যায়

শ্রীসুনীল হালদার

শ্রীসুবোধ দত্ত

মঞ্চ তত্ত্বাবধায়ক

শ্রীনীরেন মিত্র

দ্রব্যাদি সরবরাহে

শ্রীঅমূল্য নন্দী

যন্ত্রীগণ

শ্রীসুবোধ মল্লিক (ছিনুবাবু)—পিয়ানো ও অর্গান

শ্রীবৃন্দাবন দে—বেহালা

শ্রীত্রিগুণ ও মন্মথ দাস—ক্লারিওনেট

শ্রীকমল গোস্বামী—তবলা

আলোক সম্পাত

শ্রীশ্যামসুন্দর কর

শ্রীঅমিয় দত্ত

শ্রীশক্তিপদ ঘোষ

শ্রীবেচারাম দাস

মঞ্চ মায়াকর

শ্রীকালিপদ সোম

শ্রীগৌরী কুর্মি

শ্রীঅনাদি ঘোষ

শ্রীবাদল ঘোষ

শ্রীকানাই দাস

ম্যানেজিং পার্টনার

শ্রীসীতানাথ মুখোপাধ্যায়

রূপ-সজ্জাকর

ওঙ্কারমল মিত্র।

পঞ্চানন সাঁতরা।

সেখ মহ্‌বুব

বুকিং ক্লার্ক

শ্রীকুলদা সেনগুপ্ত

শ্রীপ্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী

শ্রীকানাই বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

—রাণাঘাট ষ্টেশন—

[ট্রেন আসিয়া থামিতে-থামিতেই দু'একজন যাত্রী ট্রেন হইতে নামিয়া প্ল্যাটফর্ম্মের উপর দিয়া যাতায়াত করিতে লাগিল। বেচু চক্কত্তির হোটেলের মতি চাকর ও যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলের হারু চাকর মাঝে মাঝে হাঁকিতেছে।]

মতি—এই যে, আসুন বাবু আসুন—আমাদের হোটেলে গরম ভাত, গরম ভাত, গরম ভাত পাবেন।

হারু—না বাবু, আসুন, ওর কথা শুনবেন না—, বেচু চক্কত্তির হোটেলে ঠকায়। আসুন আমাদের হোটেলে—।

মতি—শুন্‌বেন না ওর কথা, আসুন আমাদের হোটেলে আসুন। ভাত, মাছ, মাংস, কালিয়া, ডালনা, ডাল, মুড়িঘণ্ট, ভাজা—আর টক্ কিম্বা পাতিলেবু ফ্রি দেওয়া হয়।

হারু—আমাদের ভাত, মাছ, মাংস, কালিয়া, ডাল্‌না, ডাল, ভাজা, শেষকালে দই ফ্রি দেওয়া হয়—।

(জনতার ভিতর হইতে জনৈক খরিদ্দার বলিল)

ভদ্র—রেট কত হে, কম-সম হবে তো?

হারু—জলের দরে।

মতি—শুন্‌বেন না বাবু শুন্‌বেন না—বাসিভাত—ওরা বাসিভাত চালায়।

হারু—আর তোরা যে পচা মাছ চালাস্!

মতি—মিথ্যে কথা, আপনারা শুনবেন না। মাত্র চৌদ্দ পয়সায় এত রকম খাওয়া, পরীক্ষা করে দেখুন।

হারু—আর আমাদের ওর চেয়ে কম রেট বাবু।

ভদ্র—মাত্র তিন আনায় যতবার ইচ্ছে ভাত পাওয়া যায়—এসব কাজের কথা না, বাজে কথা হে?

মতি—আরে দূর মশায়, হোটেলের চাকর কথায় কথায় বাজে কথা বলে।

ভদ্র—তাই নাকি? তা হ'লে কোন্ হোটেলে যাই?

হারু—বাবু! ওটা একটা আস্ত পাগল। পাগলামি ক'রে বক্‌বক্ করে বলেই ওর হোটেলে চাকরী।

মতি—তুই চাকর—চাকরের মত থাক্‌বি।

হারু—তুইও চাকর—চাকরের মত থাক্‌বি।

মতি—দাঁড়া, যদু বাঁড়ুয্যেকে বল্‌ছি—তুই বড্ড বাড় বেড়েছিস। গরম ভাত, গরম ভাত—মাত্র চৌদ্দ পয়সায় ভাত, মাছ, মাংস, কালিয়া, ডালনা, ডাল, মুড়িঘণ্ট, ভাজা, তারপর টক্ কি পাতিলেবু ফ্রি।

হারু—আসুন বাবু, যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলে—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সুন্দর ব্যবস্থা। গরম ভাত পাবেন আমাদেরও।

মতি—চুপ কর্। কথার উপর কথা বল্‌বি না। যদি বলতে হয় ও দিকে গিয়ে বল্—আর না হ'লে, আমার বলা শেষ হ'লে বলবি। আসুন বাবুরা, বেচু চক্কত্তির হোটেলে হাজারি ঠাকুরের রান্না। খেয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখুন।

হারু—বাবুরা! যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলে বংশীঠাকুরের রান্না।

মতি—চুপ কর্—না হলে মার খাবি। বাবুরা! হাজারি ঠাকুরের মাংস রান্না ক'লকাতার বাবুরা খেয়ে তারিফ্ করেন। যদি ভাল না লাগে আমরা খাওয়ার পর পয়সা ফেরৎ দেব। আসুন, একবার মাত্র পরীক্ষা করুন।

ভদ্র—চল হে চল, বেচু চক্কত্তির হোটেলেই যাই। একে হাজারি ঠাকুরের রান্না, তার উপর বল্‌ছে পয়সা ফেরৎ দেবে।

মতি—আসুন বাবুরা—হাজারি ঠাকুরের রান্না—রাণাঘাট রেল বাজারে সেরা রান্না। আসুন—আসুন।

(চার-পাঁচ জন খদ্দের মতির সহিত গেল, একজন মাত্র রহিল—নাম নটীলাল কাঞ্জিলাল)

নটী—ভাত যতবার ইচ্ছে—? ঠিক বল্‌ছো তো?

হারু—হ্যাঁ বাবু! একবার পরীক্ষাই করুন না বাবু।

(হারু দেখিবার জন্য অগ্রসর হইল—যে আর খদ্দের আছে কিনা—নটীলাল বলিল)

নটী—চ'লহে, আর একজনও খদ্দের নেই।

(উভয়ে প্রস্থান করিল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বেচু চক্কত্তির হোটেলের একাংশ। বেচুর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তক্তাপোষের উপর একটি ক্যাশ বাক্স, খেরো-বাঁধানো খাতা। দোয়াত কলম ইত্যাদি সাজানো আছে! দেওয়ালে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তির ফটো টাঙানো আছে। বেচু ক্যাশ বাক্সের উপর কনুই রাখিয়া পাশে-বসা পদ্ম ঝি-এর সহিত কথা বলিতেছে—এমন সময় হোটেলের চাকর মতি কতিপয় খরিদ্দারসহ প্রবেশ করিল—মতি প্রবেশ করিতেই পদ্ম বেচুর নিকট হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পাশে দাঁড়াইয়া রহিল]

মতি—আসুন বাবু—আসুন, বোঁচ্‌কা এখানে রাখুন। দাঁড়ান বাবু! টিকিট নিতে হবে এইখানে। কোন কেলাস-এ খাবেন? ফাষ্টো কেলাস্ না সেকেণ্ডো কেলাস্? ফাষ্টো কেলাস-এ পাঁচ আনা আর সেকেণ্ডো কেলাস্-এ চৌদ্দ পয়সা।

ভদ্র—First Class-ই দাও।

বেচু—এই নিন ফাষ্টো কেলাস্-এর টিকিট, যান ভেতরের দিকে যান।

(ভদ্রলোক টিকিট লইয়া ভিতরে গেলেন, মতিও প্রস্থান করিল, পরক্ষণেই মতি প্রবেশ করিল)

মতি—মোট পাঁচজন খদ্দের—তার একজন গেল ওদের হোটেলে।

বেচু—যাক গে। তুই আর একটু এগিয়ে যা। শান্তিপুর আস্‌বার সময় হোল। এ গাড়ীতে দু' পাঁচ্‌টা খদ্দের থাকেই। আর শোন্—ভেতরের বাউনকে বলে আয় শান্তিপুর আসবার আগে যেন ভাত না চড়ায়—।

(মতি চলিয়া গেল)

পদ্ম—পয়সা দাও বাবু, দই নিয়ে আসি।

বেচু—দই কি হবে?

পদ্ম—একজন ফাষ্টোকেলাসে খাবে—দই চাই—পাকা কলা চাই।

বেচু—কে বল্‌তো? খদ্দের!

পদ্ম—খদ্দের তো বটেই। পয়সা দিয়ে খাবে, মিনি পয়সায় তো খাবে না। আমার ভাইপো আস্‌বে দেশ থেকে এই শান্তিপুরের গাড়ীতে।

বেচু—না—না, তাকে পয়সা দিতে হবে না। সে ছেলে মানুষ, দু' একদিনের জন্য আস্‌বে তার কাছ থেকে পয়সা কিসের? দইয়ের পয়সা নিয়ে যা—মতি—মতি—

(শান্তিপুর গাড়ীর শব্দ—মতির প্রবেশ)

বেচু—মতি! খদ্দের বেশী ক'রে আনা চাই—তা না হ'লে তোমাকে আর রাখা হবে না। আমার খরচ না পোষালে মিথ্যে চাকর রাখতে যাই কেন? গেল হপ্তায় তুমি মোট তেইশটে খদ্দের এনেছ, তাতে হোটেল চলে না, বুঝলে? যাও।

(মতির প্রস্থান)

পদ্ম—তোমায় পই পই ক'রে বলে হার মেনে গেলাম। সাড়ে তিন আনাটা বাড়িয়ে চার আনা কর। আর ফাষ্টোকেলাস টেলাস্ তুলে দাও। তুমি তা শুনলে না—বলি কটা খদ্দের হয় ফাষ্টো কেলাসে? যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলে রেট কমিয়েছে। হোটেলটা তো একেবারে আমাদের পাশেই।

বেচু—আস্তে—আস্তে কথা বল! কারো কানে এক্ষুনি গেলেই—

(মতি কতিপয় খরিদ্দার সহ প্রবেশ করিল)

এই যে আসুন বাবু—কোন ক্লাসে খাবেন বাবু—ফাষ্টো ক্লাস পাচ আনা—আর সেকেণ্ড ক্লাস চৌদ্দ পয়সা।

ভদ্র—তোমরি সেই বামুন ঠাকুরটি আছে তো? তার হাতের রান্না খেতেই এলাম। মাংস হবে?

বেচু—না বাবু! মাংস তো রান্না নেই। যদি অর্ডার দেন—ও বেলা—

ভদ্র—আমরা মোকদ্দমা করতে এসেছি। যদি মা সিদ্ধেশ্বরীর ইচ্ছেয় আমরা জিতি তা হ'লে হোটেলে আজ আমাদের থাকতেই হবে। বেশ—ওবেলা তিন সের মাংসের অর্ডার দিলাম। কিন্তু সেই বামুন ঠাকুরটিকে দিয়ে রান্না করানো চাই, তা নইলে আমরা অন্য জায়গায় খাবো।

বেচু—বেশ বেশ তাই হবে। এখন তা হলে কোন ক্লাসে?

ভদ্র—First Class-এরই দিন।

(টিকিট লইয়া ভদ্রলোক ভিতরে গেলেন)

পদ্ম—সেই ঠাকুরটিকে দিয়ে রান্না করানো চাই! পোড়ারমুখো মিনসে! কি যে ওর রান্নাতে এত সুখ্যেত করে লোক বুঝতে পারিনে—কি এমন মরণ রান্না?

বেচু—আস্তে আস্তে! যা ভেতর থেকে টিকিটগুলো নিয়ে আয়, এ বেলার হিসেবটা মিটিয়ে রাখি।

(পদ্ম প্রস্থান করিল; পুনরায় টিকিট সহ প্রবেশ)

পদ্ম—এই নাও টিকিট। এই ফাষ্টো কেলাস-এর খদ্দেরগুলো ছাড়া।

বেচু—দে, এখন তো আর গাড়ী নেই—সেই একটার সময় মুড়োগাছার লোকাল আস্‌বে।

পদ্ম—কেন—আসাম মেল?

বেচু—আসাম মেলে খদ্দের কই? আগে তবু আট-দশটা খদ্দের পাওয়া যেতো। কি যে হয়েছে বাজারের অবস্থা।

পদ্ম—এ দিকে ফাষ্টো কেলাসের লোক তো গেল! ডাল তো সব সাবাড়!

বেচু—কেন?

পদ্ম—হাজারি ঠাকুরের কাণ্ড! খদ্দেররা খেতে বসেই বল্‌বে—তুমি হানো রাঁধ্‌তে জানো ত্যানো রাঁধ্‌তে জানো—আর হাজারি ঠাকুর তাদের সুখ্যেত শুন্‌তে শুন্‌তে যত পারবে পাতে ডাল ঢাল্‌বে। যত অনাছিষ্টি কাণ্ড—যা দেখতে পারি না তাই—এখন ডালের কি ক'রবে বল?

বেচু—ডাল কতটা আছে দেখলি?

পদ্ম—লবডংকা। আর মেরে কেটে তিন জনের মত হবে।

বেচু—কি মুস্কিল! কতজনের মত ডাল দিয়েছিলি?

পদ্ম—আমি ঠিক দিয়েছি বাবু! দশজনের মত মুগের ডাল আলাদা ক'রে ফাষ্টো কেলাসের মুড়িঘণ্টের মত দিয়েছি আর সেকেণ্ডো

কেলাসে তিরিশ জনের মত দিয়েছি মুসুরী আর খেশারী মিশিয়ে। তা এর থেকে চুরি করলে কি আর হোটেল চলে ?

বেচু—হুঁ ! হাজারি ঠাকুরকে ডাক্‌তো !

পদ্ম—(চিৎকার করিয়া) হাজারি ঠাকুর ! ও হাজারি ঠাকুর !

(মতির প্রবেশ)

মতি—হাজারিদাকে ডাকছো ? ও হাজারিদা—হাজারিদা—

পদ্ম—তুই চেঁচাচ্ছিস কেন ? যা পয়সা নিয়ে দই কিনে আন।

(মতির প্রস্থান ও হাজারির প্রবেশ)

বেচু—হাজারি ঠাকুর! ডাল কম পড়লো কি করে ?

হাজারি—আমি কি করে বলবো বাবু! রোজ যে রকম দিই তার বেশী তো আর দিই নি ?

পদ্ম—তোমার হাড়ে হাড়ে বদমাইসি। আমি নিজে দেখেছি তুমি ঐ খদ্দের বাবুদের মুখে রান্নার সুখ্যেত শুনে তাদের পাতে উড়কি উড়কি মুড়িঘণ্ট ঢালছো। বকশিস্ টক্‌শিস্ বোধ হয় দিয়েছে বাবুরা ?

হাজারি—বক্‌শিস্ যে এ হোটেলে কত পাই তা কে, তুমি জানো পদ্মদি! পাঁচ বছরের ভেতর একটা বিড়িও কেউ দেয়নি। তুমি তো আমায় বক্‌শিস্ পেতেই দেখ।

পদ্ম—মুখে মুখে তর্ক করো না হাজারি ঠাকুর, মুখে মুখে তর্ক করো না। পদ্মঝি কাউকে ভয় করে কথা বলে না। ফাষ্টো কেলাসের বাবুরা তোমায় পূজোর সময় গেঞ্জি কিনে দেয় নি ?

হাজারি—ইস্, ভারি তো একটা গেঞ্জী—তাও পুরোনো !

বেচু—যাও যাও ঠাকুর! বাজে কথা নিয়ে আর ব'কনা। পদ্মর সঙ্গে কথায় কথায় তর্ক, ও কি স্বভাব! বেশী খদ্দের আসে, ডালের দাম তোমার মাইনে থেকে কাটা যাবে।

হাজারি—কেন বাবু! আমার কি দোষ হল? পদ্মদিদি আটজনের মত ডাল মেপে দিয়েছে—আর খেয়েছে এগারো জন।

পদ্ম—আট জনের মত ডাল মেপে দিয়েছি? নচ্ছার বদমাইস্—গাঁজাখোর কোথাকার? আমি পাঁ-চ-পো-য়া ডাল মেপে দিলাম—আবার কর্ত্তার সামনে মিছে কথা? আমাকে চোর বলা? আচ্ছা দেখবো হাজারি ঠাকুর—আমার নাম পদ্মসুন্দরী—

(বেগে প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

[যদু বাঁড়ুয্যের হোটেল। হোটেলের ক্যাশ বাক্সের উপর কনুই রাখিয়া নাক ডাকাইয়া যদু ঘুমাইতেছে, চাকর হারু প্রবেশ করিল]

হারু—বাবু—বাবু—বাবু!

যদু—(জাগিয়া) য়্যাঁ? হুঁ—কি চাই?

হারু—সেই বাবুটি—[illegible]

যদু—হারু! বাবুটিকে ভাল ক'রে খাওয়াইছিস্ তো? রেষারেষির বাজার—ভাল না খাওয়ালে খদ্দের আসবে কেন?

হারু—সে আপনাকে কিছু বলতে হবে না। ভাল ক'রে খাওয়াবো কি? উনি একাই তিন জনের খোরাক বসিয়েছেন।

যদু—বলিস্ কিরে? তিন জনের খোরাক? না, না, না, রেষারেষি করেছি বলেতো আর—এ ভাবে ব্যবসা করলে তো দু'দিনেই ব্যবসা উঠে যাবে। দাঁড়া লিখেনি—বল্‌তো কি কি দিয়েছিস?

হারু—তিনবার বেশী ভাত খেয়েছে—।

যদু—বেশী ভাত তিনবার—তিনপয়সা—

হারু—মাছ—দুবার-দুটো—বড় পোনার পিস্।

যদু—দুটো বড় পোনার পিস্—দু'আনা।

হারু—আর বাবু—আপনার বাড়ীতে পাঠাবে বলে যে মাছের মুড়োটা রেখেছিল বংশী ঠাকুর—সেটা উনি বেশী দাম দিয়ে জোর করে নিয়ে নিলেন।

যদু—আমার মুড়ো? আরে, ওটা যে গিন্নী খাবে বলে বাজার থেকে বেশী দাম দিয়ে কিনে এনেছি।

হারু—কি করবো বাবু। উনি জোর করেই নিলেন।

যদু—মুড়োর দাম চার আনা।

হারু—তা ছাড়া ডাল, ডালনা, ভাজাও বেশী খেয়েছেন।

যদু—থাক্‌গে,—ওগুলোর দাম না হয় ছেড়েই দিলাম। তা হ'লে হ'ল গে তিন আনা আর বেশী ছ আনা তিন পয়সা।

(ভদ্রলোক প্রবেশ করিয়া গম্ভীর ভাবে বসিল)

যদু—বসুন বাবু—এইখানে বসুন।

ভদ্র—হাত পোঁছ্‌বার গামছা!

(যদু গামছা না পাইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাড়াতাড়ি নিজের স্কন্ধের গামছাখানা দিল। ভদ্রলোক হাত ও পা মুছিয়া যদুকে ফিরাইয়া দিলে যদু তাহা মাটিতে রাখিল)

ভদ্র—পান!

(যদু তৎক্ষণাৎ ক্যাশ বাক্স হইতে হারুকে পান আনিবার জন্য পয়সা দিল—হারু বিদ্যুৎ বেগে বাহিরে গেল। পরমুহূর্ত্তেই পান লইয়া উপস্থিত হইল)

হারু—পান নিন্ বাবু!

(পান দিয়া হারু প্রস্থান করিল)

যদু—তারপর—খাওয়া দাওয়া বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই হয়েছে তো?

ভদ্র—মন্দ নয়।

যদু—রাণাঘাট রেলবাজারে এক আমরাই যা খদ্দেরদের সুখ-সুবিধে দেখি। আজ্ঞে—পয়সা এবেলা মিটিয়ে দেবেন না, ওবেলা বিশ্রাম করে খাওয়া দাওয়া করে— ?

ভদ্র—না—না, আমায় এখুনি যেতে হবে। আচ্ছা নমস্কার, তা হলে চলি— (উঠিল)

যদু—আজ্ঞে আপনার পয়সা?

ভদ্র—পয়সা?

যদু—হ্যাঁ—আপনার হোল তিন আনা আর বেশী ছ'আনা তিন পয়সা।

ভদ্র—কত?

যদু—একুনে ন'আনা তিন পয়সা।

ভদ্র—মোটে ন'আনা তিন পয়সা। ভারি সস্তা হে! কিন্তু পয়সা তো আমার কাছে নেই—।

যদু—সে কি? তা হলে খেলেন কেন? না না, ওসব বাজে কথা ছাড়ুন—সোজা পকেট থেকে পয়সা বার করে দিয়ে দিন।

ভদ্র—বাজে কথা? বিশ্বাস হ'লো না। এই দেখুন।

(পকেট উল্টাইয়া দেখাইল)

যদু—কি মুস্কিল। পয়সা যখন নেই তখন খেতে এলেন কেন? বিনা পয়সায় কি হোটেলে খাওয়া যায়?

ভদ্র—কিন্তু সত্যিকথা বল্‌লে যে আমার খাওয়াই হতো না।

যদু—তাই ব'লে মিথ্যে ক'রে—

ভদ্র—কি করবো বলুন ? দেশের লোক সব না খেয়ে মর'ছে তাই একটু কৌশল করেছি।

যদু—তা দয়া ক'রে এ কৌশলটা কি আমার উপর না করলে চলতো না। এখন দাম দেওয়ার কি কর'বেন বলুন—

ভদ্র—তা-হ'লে পুলিশে দিন—

যদু—পুলিশে ?

ভদ্র—হয় কাজ দিন, না হয় পুলিশে দিন।

যদু—এতো আচ্ছা বদমাইস লোক দেখ্‌ছি।

ভদ্র—বেকার, কাজ নেই, যদি কাজ দেন করি আর দু'টো করে খাই।

যদু—কি নাম তোমার— ?

ভদ্র—নটীলাল কাঞ্জিলাল।

যদু—কোথায় থাকা হয়—যাত্রার দলে ?

ভদ্র—কোলকাতার শিশি বোতলের দোকানে কাজ করতাম, বাজার খারাপ—তাই দোকান উঠে গেছে।

যদু—কলকাতার লোক। হোটেলের কাজ কিছু করতে পার ?

ভদ্র—কাজ কিছু জানিনে, তবে যা বল্‌বেন তাই ক'রবো।

যদু—যা বলবো তাই ক'রবে ?

ভদ্র—আজ্ঞে হ্যাঁ। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত।

যদু—(পায়চারি করিতে করিতে) কাজ, কাজ আছে। কাজই আমি তোমাকে দেবো। তোমার মত একটা ঘুঘু লোককেই আমি এতদিন খুঁজছিলাম।

ভদ্র—কি বললেন—ঘুঘু— ?

যদু—হ্যাঁ। তোমার মত ঘুঘু লোকেরই আমার দরকার। আজ থেকে আমার কাজের জন্য আমি তোমাকে বহাল কর্‌লাম।

ভদ্র—আজ্ঞে আপনার দয়ায় পেটভরে খেলাম। কাজ পেলাম। আপনি

আমার মনিব হলেন। ঘুঘু বলেছেন—ভালই করেছেন। একটু পায়ের ধূলো দিন।

(পায়ের ধূলা লইল)

যদু—কিন্তু একটা কথা। ওই তিনজনের খোরাক চলবে না, খাওয়া কমাতে হবে।

(মঞ্চ অন্ধকার হইল)

চতুর্থ দৃশ্য

[বেচু চক্কত্তির হোটেলের একাংশ, বেচু ও হাজারি বাজারের ফর্দ্দ মিলাইতেছিল, এমন সময় ভিতরে ঘড়িতে দশটা বাজিল]

বেচু—রাত দশটা বাজলো। আমি বাসায় চল্লাম। সকালের সেই ক'জন বাবুরা মাংস খাবেন, ওঁরা উকিল বাবুদের বাড়ী থেকে ফিরে এলেই সকাল সকাল খাওয়ার পাট চুকিয়ে দেবে।

হাজারি—বাবুরা কি রাত্রে থাক্‌বেন ?

বেচু—না—মুর্শিদাবাদে চলে যাবেন। রতন কোথায় গেল—রতন ?

(রতনের প্রবেশ)

এই যে রতন! বাসায় আমার ভাত পাঠাবার ব্যবস্থা করো। আর চাল ডালের হিসেব সব পদ্মকে বুঝিয়ে দেবে। বাসন সব গুনে ঘরে তুলে রেখে তারপর চাবি দিও। হাজারি—সব দাঁড়িয়ে থেকে ব্যবস্থা ক'রে তারপর ঘুমুতে যাবে। দুর্গা—দুর্গা—।

(বেচুর প্রস্থান ; হাজারি রতনকে বিড়ি দিল)

হাজারি—দেশলাই আছে ?

রতন—আছে—।

(দেশলাই দিল—হাজারি বিড়ি ধরাইয়া টানিতে লাগিল)

রতন—আচ্ছা দাদা ! তোমার এখানে কতদিন চাকরী হল ?

হাজারি—তা—আজ প্রায় পাঁচ বছর হয়ে গেল এই হোটেলে।

রতন—তুমি রাণাঘাটে থাকতে ?

হাজারি—না, বাড়ী আমার গাংনাপুর লাইনে এড়োঁশোলা। রাণাঘাটে এসে প্রথমেই এলাম বেচু চক্কত্তির হোটেলে কাজের সন্ধানে।

রতন—বেশ, তারপর—

হাজারি—কর্ত্তা সামনেই বসেছিল, বললুম রস্থয়ে বাউনের কাজ করি, যদি একটা কাজ দেন—কাজ হয়ে গেল। তবে, তিন দিন এমনি রাঁধতেও হ'ল—তারপর ঠিক হলো ৭৲ সাত টাকা মাইনে আর খাওয়া পরা—।

রতন—সাত টাকা মাইনেতে কাজ নিলে ?

হাজারি—হ্যাঁ, কাজ নিলাম, কিন্তু সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত সাত টাকা থেকে এক পয়সাও বাড়েনি। অথচ খদ্দের বাবুরা সকলেই আমার রান্নার সুখ্যাতি করে। কিন্তু পদ্মঝির মুখে একটা সুখ্যাতির কথা তো শুনিইনে, সব সময়ে যেন আঁশবটী পেতে কাটবার জন্যে বসে আছেন।

রতন—চোখের সামনে সে তো দেখতেই পাচ্ছি দাদা !

হাজারি—যাক্ তার জন্য আমি ভাবি না। আমার মনে বড় একটা আশা আছে—ভগবান যদি তা কোন দিন পূর্ণ করেন—

রতন—কি দাদা ? কি ?

হাজারি—আমি নিজে একটা হোটেল খুলবো !

রতন—তা যদি হয় দাদা, বেশ চারিদিকে একটা সাড়া প'ড়ে যাবে।

হাজারি—যাবেই তো। খদ্দেরকে ভাল জিনিস খাইয়ে খুশী করবো, লোকে ভাল রান্না খেতে পেলে দু'পয়সা বেশী রেট দিতেও আপত্তি কর'বে না।

রতন—সত্যিই তো, খদ্দেররা খোঁজে আরামে ভাল খাওয়া। যে দিতে পারবে তার দিকেই ঝুঁকবে।

হাজারি—তারপর ধর—হোটেলে একটা বিশ্রামের ঘর থাকার দরকার। আরও কত রকম মতলব আমার মাথায় আছে।

রতন—কি রকম মতলব ?

হাজারি—ধর মোকদ্দমা-মামলা যারা ক'রে আস্‌বে, তারা সারাদিন খাটুনীর পর খেয়ে দেয়ে তাস খেলুক, পান তামাক খাক্—তার জন্যে কোন দাম দিতে হবে না। রতন ঠাকুর, কাজের উৎসাহ আমার আছে—তাইতো ভাবি—একটা হোটেল খুলেও যদি আমি ম'রতে পারি তা হ'লে আর আমার কোন দুঃখ থাকে না।

রতন—(ভিতরের দিকে চাহিয়া) দাদা আর কথা নয়। এবার ভেতরে চলো। পদ্মদিদির বাসন মাজা এতক্ষণে হয়তো হয়ে গেছে—এক্ষুনি এসে গালাগাল করবে !

হাজারি—শুধু গালাগাল ? তার উপর আবার লাগানি ভাঙ্গানি। কর্ত্তার কাছে লাগিয়েছে—আমি নাকি গাঁজা খাই।

রতন—দেখ দিকি কি শত্রুতা !

হাজারি—বাবা রাধাবল্লভ ! তোমার চরণে পড়ে আছি ঠাকুর, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'রো। পদ্মঝি-এর ঝাঁটা আর খেতে পারি না।

(ভদ্রলোকদের প্রবেশ)

ভদ্র—আমাদের মাংসটা ঠিক আছে তো ঠাকুর—?

হাজারি—ঠিক আছে বাবু! রতন ঠাকুর! বাবুদের সঙ্গে ভেতরে গিয়ে ওনাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও।

(রতনের প্রস্থান, ভদ্রলোকও রতনের পশ্চাদনুসরণ করিলেন। বেচু চক্কত্তির হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রবেশ)

বেচু—চাবিটা! চাবিটা এখানে? ক্যাশের চাবিটা কি এখানে রেখে গেছি? এই দেখ! এখানে চাবিটা ফেলে রেখে বাসায় গিয়ে কেবল পকেট হাতড়াচ্ছি।

(পদ্মর প্রবেশ)

এই যে পদ্ম. ধোওয়া-মোছা সব হ'য়ে গেছে তো? কাল হাটবার, ব্যাপারীদের একটু ভীড় আছে তো? একটু সকাল সকাল উঠে উনুনে আঁচ দিস্। আর সেদিনকার মত পচা দই টই আনিস্ নে বাপু! ওতে নাম খারাপ হয়ে যায়। শেষে স্যানিটারীবাবুর নজরে প'ড়ে যাব—দরকার কি?

পদ্ম—বাবু! তোমার যত সব অনাছিষ্টির কথা। পচা দই না ঘণ্ট। কে বলেছে পচা দই! (হাজারিকে দেখাইয়া) ওঃ ওই মুখপোড়া হাজারি ঠাকুর তো? ওর ছেরাদ্দর চাল যদি আজ—!

হাজারি—আমি কি ক'রবো পদ্মদিদি! সেদিন ব্যাপারী খদ্দেররা বলাবলি করছিল—এ রকম খারাপ দই খেতে দিলে তারা চোদ্দ পয়সার জায়গায় বারো পয়সা দেবে!

পদ্ম—পচা দই তোমায় কে বলেছে?

হাজারি—ওই সাধু মণ্ডল আর তার ভাইপো ওরাই বলছিল।

পদ্ম—তোমার গলা ধরে ব'লতে গেছলো ওরা। তোমার মত হিংসুটে, কুচুকুরে লোক বাবার জন্মে কখনো দেখিনি। আমি ঘরে দই পেতে এখানে দিই বলে—তুমি হিংসেয় বুক ফেটে

মরে যাচ্ছ, সে কি আর আমি বুঝিনে? তোমার সখের কুসুম গয়লানীর ছাপ-বাক্‌সে পয়সা না উঠলে কি আর তোমার শান্তি আছে? গাঁজাখোর, মড়ি পোড়া বামুন কোথাকার—

হাজারি—ছিঃ ছিঃ ছিঃ—কি যে বল পদ্মদিদি। কুসুম আমার গাঁয়ের লোক—মেয়ের মত—তার নামে বল্‌লে তোমার পাপ হবে।

পদ্ম—পাপ হবে। কথায় বলে "কত ঢং দেখালি খেঁদি, অম্বলে দিলি আদা"। তুমি হোটেল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে মাংস, মুড়ীঘণ্ট, নিরিমিষ তরকারী দাও নি? কুসুম দই বেচে ফেরবার সময় কুসুমদের পাটের আড়তের গলিতে দাঁড়িয়ে ভাতের থালা তোমার হাত থেকে নেয়নি? বল? আমি যে নিজের চোখে দেখিছি। বলি আর কিছু না থাক, চোখদুটো তো রয়েছে—।

বেচু—আঃ চুপ কর্ পদ্ম—! যত সব নোংরা কথা। যা ভাত নিয়ে বাড়ী চলে যা। হাজারি ঠাকুর! যাও যাও, খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়—কাল সকালে আবার তাড়া আছে, দুর্গা দুর্গা—

(বেচুর প্রস্থান—পদ্মর ভাত লইয়া প্রবেশ)

পদ্ম—(হাজারিকে) আমি চল্‌লাম্!

(যাইতে যাইতে) মতি—মতি—(মতির প্রবেশ) দরজা খোল্।

(দরজা খুলিল—পদ্ম বাহিরে গেল)

মতি—এত ভালো করে নিজের হাতে মাংস রাঁধলে তো—হাঁড়ীতে কিছু নেই। ভাতও নেই যে দুটী খাবে।

হাজারি—ভাতও নেই? বলিস কিরে?

মতি—হাজারিদা! খাওয়া তো হলো না—তা, চলো না—ছোট বাজারে যাত্রা হচ্ছে, শুন্‌তে যাই।

হাজারি—এত রাত্রে যাত্রা? পাগল আর কি? সারাদিন খেটে কি ও সখ থাকে? তুই যা—

(জামা জুতা পরিয়া মতি চলিয়া গেল, হাজারি আলো ডিম করিয়া—মাদুর বালিশ বাহির করিতেছে এমন সময় নেপথ্যে যদু বাঁড়ুয্যে—)

যদু—হাজারি ঠাকুর—হাজারি ঠাকুর—!

হাজারি—কে?

যদু—আমি—আমি যদু বাঁড়ুয্যে—।

হাজারি—ওঃ বাঁড়ুয্যে মশাই।

(আলো জ্বালাইয়া পরে দরজা খুলিল)

যদু—আর কেউ আছে ঘরে?

হাজারি—মতি ছিল, এই মাত্র ছোট বাজারে যাত্রা শুনতে গেল।

যদু—কথা আছে। (হঠাৎ শরীরের দিকে লক্ষ্য করিয়া) তুমি বড্ড রোগা হ'য়ে গেছ। খাটুনী খুব বেশী—খাওয়া দাওয়া নিশ্চয়ই খুব ভাল হয় না। কত মাইনে পাও এখানে?

হাজারি—আজ্ঞে বাবু, সাতটাকা আর খোরাকী।

যদু—কাপড় চোপড় দেয়?

হাজারি—বছরে দু'খানা।

যদু—পাশে আমার হোটেল আছে জানো তো?

হাজারি—আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু!

যদু—আমার হোটেলে ইচ্ছে ক'রলে কাজ করতে পার। দশটাকা মাইনে আর খোরাকী পাবে। বছরে তিনখানা কাপড় দেব এ ছাড়া তেল, তামাক, ধোপা, নাপিত সবই পাবে।

হাজারি—এখন তো কিছু আমি ব'লতে পারছি না। ভেবে বলবো।

যদু—ভেবে বলাবলি আর কি? আমার যে কথা সেই কাজ, তুমি কাল থেকে এ হোটেল ছেড়ে আমার হোটেলে চলো। তবে হ্যাঁ—বেচু চক্কত্তির সংগে আমি অস্‌সরস্ ক'রতে চাই না। সেও ব্যবসাদার—আমিও ব্যবসাদার।

হাজারি—এখন আমি কোন কথা আপনাকে দিতে পারবোনা বাবু। কথাটা আমি ভেবে দেখি, কাল রাত্তিরে এমন সময় আস্‌বেন।

যদু—ভেবে বল্‌বে? বেশ ভাল কথা। ভেবেই ব'লো। কাল আস্‌বো। কিন্তু আমার কথাটা মনে থাকে যেন—

(যদু চলিয়া গেলে হাজারি আলো পুনরায় কমাইয়া শুইয়া পড়িল, এমন সময় মতি দরজার কড়া নাড়িতে নাড়িতে ডাকিল)

মতি—(অতি সন্তর্পণে) হাজারিদা! ও হাজারিদা!

হাজারি—কে?

মতি—আমি মতি। দরজা খোল।

(হাজারি আলো বাড়াইয়া দিয়া দরজা খুলিল)

মতি—ঘুমোও নি ঠাকুর, এখনো জেগে আছ?

হাজারি—যে গরম, ঘুম আসবে কোত্থেকে? সারাদিন আগুনের তাতে—। যাত্রা দেখলিনে তুই?

মতি—যাত্রার আসরে জায়গা নেই, লোক ভর্ত্তি। ফিরে এলাম। হাজারিদা চলো না—এক জায়গায় যাবে?

হাজারি—কোথায়?

মতি—এই পাড়ার মধ্যে ঐ যে ওদিকের বস্তীটার ভেতর! ঘুম যখন নেই তখন একটু ঘুরেই না হয় এলে? তোমায় তো কোনদিন কোথাও—

হাজারি—(মৃদু হাসিয়া) তোরা ছেলে-ছোকরা। আমার বয়স ছ'চল্লিশ। আমার সংগে ওসব কথা কেন? তোর যেখানে ইচ্ছে তুই যা না—

মতি—(পদদ্বয় ধরিয়া) বাবুর কাছে আর পদ্মদিদির কাছে ব'লো না যেন, তোমার পায়ে পড়ি।

হাজারি—তোর যা ইচ্ছে তাই করগে যা—আমি বল্‌তে যাব কেন? আর পদ্মটাও কি সোজা বদমাইস মাগী, পেট ভ'রে যে কেউ খায় তাও তার সহ্যি হয় না।

মতি—তুমি খাও নি ঠাকুর?

হাজারি—দুটি ভাত থাকলেও না হয় বুঝতুম তেঁতুল দিয়ে খেতুম। আমার কপাল, বুঝলি? যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলে বেলা এগারোটার মধ্যে রাঁধুনী বামুনরা এক থালা করে ভাত খেয়ে নেয়—আমাদের এখানে তা হবার যো আছে? বাবা, যেমন কর্তা তেমনি গিন্নী।

(হাজারি ও মতি উভয়ে দাঁত দিয়া জিভ কাটিয়া হাসিতে লাগিল, মঞ্চ অন্ধকার হইল)

পঞ্চম দৃশ্য

[ছোট একটি চালাঘরে কুসুম থাকে। ঘরের মধ্যে একখানা তক্তাপোষ, পুরু কাঁথা পাড়িয়া সুন্দর পরিপাটি বিছানা তার উপর। তক্তাপোষের নীচে বালি দেওয়া গত বছরের আলু। এককোণে কতকগুলি হাঁড়িকুড়ি ও একটা বড় জালা। বাঁশের আলনাতে কতকগুলি লেপ কাঁথা বাঁধা

আছে। একটি জলচৌকীতে কতকগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝক্‌ঝকে পিতল-কাঁসার বাসন সাজানো। ঘরে প্রবেশ করিল হাজারি ও কুসুম, কুসুমের বয়স ২৪।২৫, ভাল স্বাস্থ্য, রং শ্যামবর্ণ ও মুখশ্রী শান্ত।]

হাজারি—নদীর ধারে বসে কত আবোল তাবোল ভাবছি হঠাৎ দেখি তুই—মনে সন্দেহ হ'লো—এত বেলায় কুসুম না অন্য কেউ। তারপর কাছে আসতে সে সন্দেহ গেল। তা এত বেলা কেন?

কুসুম—বড্ড দেরি হয়ে গেল। নিজের গরু তো নেই—কায়েতপাড়া থেকে দুধ এনে বিক্রী করি। তবে বাড়ী ফিরি—

হাজারি—এর পর খাওয়া দাওয়া? তা আমায় ধরে আনলি কেন? তুই যা-যা—আর দেরি করিস নে। আমি আজ যাই, আর একদিন না হয় আস্‌বো।

কুসুম—আপনি বসুন—আমার রান্না শাশুড়ী রেঁধে রেখে দিয়েছে গিয়ে খাবো। কতক্ষণ আর লাগবে?

(কুসুম মাদুর পাতিয়া দিল—হাজারি বসিল)

আপনি একটু জিরোন—।

হাজারি—তোর শাশুড়ীর সঙ্গে বেশ সদ্ভাব আছে তো?

কুসুম—তেমন নেই। সেকেলে মানুষ তো। বাবা মারা যাবার পর ভায়েরা গরীব বলেই হোক—আর ভাই-বৌদের জন্যেই হোক—তারা বাড়ীতে কেউ নিয়ে যায় না। দু'একবার নিজে গেছলুম—টিক্‌তে পারিনি। ভাই-বৌদের ব্যবহার ভাল নয়।

(কুসুম পান সাজিয়া হাজারিকে দিল)

হাজারি—তোর গাঁ ভাল লাগে না, এই রাণাঘাট ভাল লাগে?

কুসুম—গাঁয়ের কথা কি ভোলা যায়? সেখানকার ছেলেবেলার প্রত্যেকটি কথা আমার আজও মনে আছে। এখানে ছোলার শাক পয়সা দিয়ে কিন্‌তে হয়। আমাদের গাঁয়ের যুগীপাড়ার মাঠে আমরা ছোলার শাক তুল্‌তে যেতাম। একবার, তখন আমার বয়স ন'বছর। আমি আর সাধু কুমোরের মেয়ে আদর, আমরা দু'জনে গিয়েছি ছোলার শাক তুল্‌তে—গিয়ে দেখি একটা মিন্‌সে ছোলার ক্ষেতে বসে কচি কচি ছোলা তুলে খাচ্ছে। আমাদের দেখে দৌড়—দৌড়—ভীষণ দৌড়। আমরা তো হেসেই বাঁচিনা—ভেবেছে আমাদের ক্ষেত—।

(কুসুম মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল, হাজারিও তাহাতে যোগ দিল)

হাজারি—সত্যি—তুই আজও ছেলে মানুষটি আছিস্। দেখ্, কুসুম! তোকে অনেকদিন একটা কথা বলবো বলবো মনে ক'রে বলা হ'য়ে উঠছে না। মানে তোর সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে।

কুসুম—কি পরামর্শ?

হাজারি—আমার বয়স ছ'চল্লিশ হয়েছে বটে, কিন্তু আমার তত বয়েস দেখায় না—কি বলিস? আমার এখনও বেশ খাটবার ক্ষমতা আছে।

কুসুম—তা তাতো বটেই। বয়েস আপনার এমন আর কি? মনের ইচ্ছেটা কি বলুন তো?

হাজারি—আমার বড় ইচ্ছে কুসুম, একটা হোটেল করবো নিজের নামে। পয়সা যদি কোনদিন জমাতে পারি—এ আমি নিশ্চয়ই ক'রবো।

কুসুম—কেন, যে হোটেলে কাজ ক'রছেন—সেটা কি আর চ'লছে না?

হাজারি—পরের ঝাঁটা খেয়ে কাজ ক'রতে আর ইচ্ছে করে না। আমি এক বছরে হোটেলের কাজ বেশ শিখে ফেলেছি। বাজার ক'রার মধ্যেই হোটেলের অর্দ্ধেক লাভ। আমার মনের খুব জোর আছে। টাকা পয়সা যদি হাতে কখনও পড়ে—তা হ'লে হোটেল যা চালাবো তুই দেখে নিস্। আর সেইটেই হবে বাজারের সেরা হোটেল।

কুসুম—আমার একজোড়া রুলি আছে, বিক্রী ক'রলে ৬০।৭০৲ টাকা হবে—আপনি নেবেন? ঐ টাকা দিয়ে হোটেল খোলা হবে আপনার।

হাজারি—দূর পাগলী! যাট সত্তর টাকায় হোটেল হবে কিরে?

কুসুম—কত টাকা হলে হয়?

হাজারি—অন্ততঃ দুশো টাকার কমতো নয়ই—তাতেও হবে না।

কুসুম—আচ্ছা, হিসেব করে দেখুন।

হাজারি—হিসেব ক'রবো কি? হিসেব তো আমার মুখে মুখে। ধর দুটো বড় ডেক্‌চি, ছোট ডেক্‌চি তিন্‌টে, থালা বাসন এক প্রস্থ। হাতা, খুন্তি, বেড়ি, চাম্‌চে, চায়ের বাসন, বাইরের ঘরে একখানা তক্তপোষ, বিছানা, তাকিয়া, খেরো-বাঁধানো বড় খাতা দুটো, বাল্‌তি, লণ্ঠন, চাকি, বেলুন, দুটো তিনটে হুঁকো —এই সব জিনিস কিনতেই বেরিয়ে যাবে দু'শো টাকা। তারপর ধর পাঁচ দিনের বাজার খরচ নিয়ে নাম্‌তে হবে— ঠাকুর চাকরের মাইনে দু' মাসের হাতে রেখে দিতে হবে। সব মিলিয়ে অন্ততঃ ৪০০৲ টাকা। তা ছাড়া তোর টাকা নেবই বা কেন?

কুসুম—বাউনের সেবায় যদি আমার টাকা লাগে, সে তো আমার ভাগ্য। যদি কখনো কোন দরকার পড়ে আমায় জানাবেন।

হাজারি—নারে কুসুম—ও টাকাতে আমার হবে না। বেলা অনেক হ'লো, আমি এখন যাই—

কুসুম—একটু কিছু মুখে না দিয়ে কি এই দুপুর বেলা বাড়ী থেকে উঠতে আছে? আপনি বসুন—আমি এখুনি আস্‌ছি।

(কুসুম ভিতরের ঘরে গেল, হাজারি উঠিয়া ঘরের চারিদিকে দেখিতে লাগিল। একটি রেকাবিতে—দুইটি সন্দেশ ও কাঁসার গ্লাসে জল লইয়া কুসুম হাজারিকে দিল)

কুসুম—একটু জল খান্।

(হাজারি বসিয়া একটি সন্দেশ মুখে দিয়া জল পান করিল)

কুসুম—না, না রাখলে হবে না। ও দুটোই খেতে হবে।

হাজারি—তোর জন্যে না রেখে কি সব খেতে পারি?

কুসুম—বসুন, আপনার জন্যে আর একটা জিনিস রেখেছি সেইটা দেবার জন্যেই আপনাকে ডেকে আনলাম।

(কুসুম কাপড়ের পুঁটলী হইতে একখানা কাঁথা বাহির করিয়া হাজারির সামনে ধরিয়া বলিল)

কুসুম—কেমন হয়েছে কাঁথাখানা?

হাজারি—বাঃ, বেশ হয়েছে ত রে—

কুসুল—আপনি এখানা রাত্রে পেতে শোবেন। শুধু মাদুরের উপর শুয়ে থাকেন হোটেলে। আমার অনেক দিনের ইচ্ছে—একখানা কাঁথা আপনাকে সেলাই করে দিই—তা দু-তিন মাস ধরে একটু একটু ক'রে আজ পাঁচ-ছ দিন হলো শেষ করেছি।

হাজারি—ভারি চমৎকার কাঁথাখানা। বেঁচে থাক মা—মেয়ে না হ'লে বাপের জন্যে এত আত্তি কে দেখায়। তুই আমার মেয়ের মত—

কুসুম—মেয়ের মত কেন বাবাঠাকুর—মেয়েই তো।

হাজারি—তা বটে, মেয়েই তো। ছেঁড়া মাদুরের কাঠি ফুটে ফুটে পিঠে দাগ হয়ে গেছে—সত্যিই তো, মেয়ে না হলে কে করে ?

কুসুম—বাবাঠাকুর! আপনি বল্লেন—মেয়ে না হলে কে করে। কিন্তু আমিও বল্‌ছি—বাবা না হ'লে হোটেল থেকে নিজের মুখের ভাতের থালা কে মেয়েকে এনে দেয় শ্রাবণ মাসের সেই উপঝ্রান্ত বাদলায়—মাথার উপর ভগবান আছেন—আর কেউ জানে না। আপনি বাউন, দেবতা, আমি ছোট জাতের মেয়ে—আমার মুখে বড় কথা সাজে না। তবে আমিও বল্‌ছি উপরে যদি ভগবান থাকেন—তবে আপনাকে ভাতের থালার বদলে যেন মোহরের থালা দেন—তাই আমি যেন চোখে দেখে মরি বাবাঠাকুর—আমি যেন চোখে দেখে মরি।

(কুসুমের চোখে জল আসিল, গলায় আঁচল দিয়া হাজারিকে প্রণাম করিল, হাজারি মাথায় হাত দিয়া নিরবে আশীর্ব্বাদ করিল, মঞ্চও অন্ধকার হইল)

ষষ্ঠ দৃশ্য

[বেচু চক্কত্তির হোটেল, সবে সন্ধ্যা হইয়াছে। সারাদিন বর্ষার মধ্যে কাটিয়াও এখনো বাহিরে বর্ষা হইতেছে। হোটেলে এখন ভীড় নাই—কেবলমাত্র তিনজন শিকারী চক্কত্তির গদীতে বসিয়া গল্প করিতেছে। একজন বন্দুকের নল পরিষ্কার করিতেছে। একপাশে কতকগুলি মৃত সাদা পাখী

দড়ি দিয়া বাঁধা আছে। পদ্ম ঝি চা লইয়া আসিল। মতি শিকারী-বাবুদের আদেশের অপেক্ষায় একপাশে দণ্ডায়মান।]

১ম ভদ্র—নাও হে, চা খাও। এক ঘণ্টার উপর হয়ে গেল, স্থরেন এখনো আস্‌ছে না কেন ?

২য় ভদ্র—আমি তখনই স্থরেনকে বল্লাম, মাংস, পেঁয়াজ, দই, আলু সব কিনে দিচ্ছো বটে কিন্তু তুমি না এলে খাওয়াই হবে না।

১ম ভদ্র—অথচ দেখ, এক ঘণ্টার উপর হ'য়ে গেল—

(এমন সময় বর্ষাতি গায়ে স্থরেন নামে ভদ্রলোকটি প্রবেশ করিল)

স্থরেন—ওঃ কি বৃষ্টি, ভিজে একেবারে ইয়ে হয়ে গেছি। ঝি, যাও, আগে এক পেয়ালা চা নিয়ে এসো। যাও যাও, দেরি ক'রো না।

(পদ্ম ঝি চা আনিতে গেল)

১ম ভদ্র—যাক্, তুমি যে ফিরে এসেছো এই আমাদের ভাগ্যি।

স্থরেন—ভদ্রলোক আমার আত্মীয় হয়। বাড়ীতে ডেকে নিয়ে গিয়ে আর ছাড়তে চায় না। শেষে বুঝিয়ে বল্লুম—বেচু চক্কত্তির হোটেলে মাংস কিনে বন্ধুদের দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি—ওখানে গিয়ে খাওয়া দাওয়া না করলে অত্যন্ত অশোভন দেখায়—তবে ছাড়লে। যাক্—তারপর এ দিকের কি ব্যাপার ?

১ম ভদ্র—সব ঠিক আছে। এতক্ষণে হয়তো আধ ফুটন্ত—

(বেচু চক্কত্তির প্রবেশ)

স্থরেন—এই যে চক্কত্তি মশায়—কই আপনার হাজারি ঠাকুর কই ?

বেচু—হাজারি ঠাকুর! এদিকে এসো তো।

(ভিতর হইতে হাজারি ঠাকুর আসিল)

সুরেন—এই ঠাকুরটির নাম হাজারি?

বেচু—হ্যাঁ—বাবু।

সুরেন—এর কথাই শুনেছি। মাংস, মশলা, আলু সব ঠিক পেয়েছ তো?

(হাজারি ঘাড় নাড়িল)

সুরেন—ঠাকুর, আজ এই বর্ষার দিনে খুব ভাল করে আমাদের মাংস খাওয়াতে হবে। তার জন্যে তোমায় আমি আলাদা মজুরী দেব।

বেচু—ওকে আলাদা মজুরী দিতে হবে না বাবু—ও আমারই ঠাকুর। ওকে কিছু দিতে হবে না। আপনারা যা হুকুম ক'রবেন ও তখনই তার ব্যবস্থা করবে।

(পদ্ম ঝি চা লইয়া আসিল, সুরেনকে দিল)

সুরেন—(পেয়ালাতে চুমুক দিতে দিতে) আজ সারাদিন জলায় আর বিলে পাখী মেরে বিকেলে যখন বৃষ্টি নামলো- তখন ভাবলাম ফেরবার গাড়ী তো রাত দশটায়—তা এই বর্ষার দিনে একটু গরম মাংস খেয়ে গেলে ভালই হয়। কিন্তু একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না যে মজুরী কেন দেবনা চক্কত্তি মশায়? ও আমাদের খাইয়ে তৃপ্তি দিলে ওকে আমরা নিশ্চয়ই খুশী করবো। আর ওর জন্যেই তো এখানে আসা।

বেচু—পদ্ম, বাবুদের ভেতরে নিয়ে যা, মুখ হাত ধোবার জল দে।

সুরেন—হ্যাঁ সেই ভাল—ব্যবস্থাটা আগে করে নি—ক্ষিদেও পেয়েছে খুব।

(পদ্ম ঝি-এর সহিত সুরেন ও ভদ্রলোকগণ ভেতরে গেল)

হাজারি—ব্যাপার কি বাবু, প্রায় পনেরো সের ময়দার লুচি ভাজার ব্যবস্থা চলেছে—এত লুচি খাবে কে?

বেচু—তোমার রান্না যা আছে—সেটা হ'তে হ'তেই এ লুচি ভেজে ফেল্‌তে হবে। আচার্য্যি পাড়ার মহাদেব ঘোষালের বাড়ীতে

থাবার যাবে। তারা অর্ডার দিয়ে গেছে। সাড়ে নটার মধ্যে চাই।

হাজারি—সাড়ে নটার মধ্যে পনেরো সের ভেজে পাঠিয়ে দেবো? আবার তার ভেতর হোটেলের রান্না!

বেচু—হ্যাঁ। রতন তো আছে। দুজনে মিলে যা হয় ক'রে কর। মতি আমার ছাতাটা দে—। আমায় একবার বড়বাজারে যেতে হবে।

(মতি ছাতা আনিয়া দিতে বেচু বাহির হইয়া গেল; ভেতর হইতে প্রবেশ করিল পদ্ম ঝি)

পদ্ম—বাবুদের খেতে বসিয়ে এলুম—মাংস রতন ঠাকুর নামিয়েছে। তুমি হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে ভাবছো কি? সাড়ে ন'টার মধ্যে বাবুদের খাবার তৈরী চাই—বাবু বুঝি বেরুলো; তা তোমায় বলে যায়নি—?

হাজারি—বল্লে কি হবে পদ্ম দিদি? মন্তরে তো ভাজা হবে না পনেরো সের ময়দা, কিছুক্ষণ আগে সবে উনুনে ব্রহ্মার নেচী ফেলেছি।

পদ্ম—সে সব আমি জানিনে। যদি অর্ডার ফেরৎ হয়—বোঝাপড়া ক'রো তোমার কর্তার সংগে। (হাজারি কি বলিতে গেল) মুখে মুখে তর্ক করোনা হাজারি ঠাকুর—যাও ভেতরে গিয়ে নিজের কাজ করো। যাও—

(হাজারি ভিতরে চলিয়া গেল, মতিও তাহার সংগে গেল, পদ্ম চারিদিক দেখিয়া ক্যাশ বাক্স হইতে একটি টাকা লইয়া আঁচলে বাঁধিল। তারপর ঝাঁটা দিয়া ঝাঁট দিতে আরম্ভ করিলে উদয় হইলেন বেচু চক্কত্তির শ্যালক—কানাই চন্দ্র—

কানাই—ঝি, জামাইবাবু কোথায়?

পদ্ম—এই মাত্র বাইরে কি কাজে গেল—

কানাই—তোমায় না আমি ডেকে পাঠিয়েছিলুম—

পদ্ম—এ বেলা খুব কাজের চাপ বাবু—তাই যেতে পারি নি।

কানাই—যেতে পারি নি—বাপের জমিদারী নয় এটা। ম'তে! মতে কোথায়?

পদ্ম—মতি অর্ডারের লুচির নেচী বেল্‌ছে—

কানাই—চুপ কর। কথার যোগান আছে ঠিক। ম'তে—এই শুয়ার ম'তে, হারামজাদা।

(ভয়ে ভয়ে মতি প্রবেশ করিল)

কানাই—এই হারামজাদা! কখন সিগারেট আন্‌তে বলেছি।

মতি—আজ্ঞে আমি কি ক'রবো—এদিকে একতাল ময়দা।

কানাই—তোমার পিণ্ডি। জামাইবাবু ঝি-চাকরদের আদর দিয়ে দিয়ে একেবারে মাথায় তুলে দিয়েছে—যা সিগ্‌রেট নিয়ে আয়।

মতি—ছাতাটা যে বাবু নিয়ে বেরিয়েছে।

কানাই—ভিজে যাবি হারামজাদা—মুখের উপর কথা—

(মতি ছুটিয়া বাহিরে গেল)

(ঝিয়ের প্রতি) আজ কি কি রান্না হয়েছে ঝি?

পদ্ম—রোজ যা যা হয় তাই হয়েছে—তবে আলাদা মাংস।

কানাই—মাংস রান্না হয়েছে? কে রেঁধেছে? হাজারি না রতন?

পদ্ম—হাজারি।

কানাই—Stupid হাজারিটা মাংস রাঁধে বড় ভাল। খানিকটা রেখে দিও ঝি—আর মতি এলেই পাঠিয়ে দেবে।

(পদ্ম ঘাড় নাড়িল, কানাই শিস্ দিতে দিতে চলিয়া গেল)

পদ্ম—ও ঠাকুর তোমার হলো—বাবুদের লোক যে এখুনি এসে যাবে।

(রতন ঠাকুর ভিতর হইতে আসিল)

রতন—পদ্মদিদি! হাজারিদা বল্‌লে—অনেক দেরি হবে এই লুচি একহাতে বেল্‌তে আর ভাজ্‌তে। মতি নেই—তুমি লোক দাও বেলবার জন্যে।

পদ্ম—আমি ভাড়া করে আনি বেলবার লোক হাজারি ঠাকুরের জন্যে। ও আমার বাবুরে—ভাজ্‌তে হয় ভাজুক, আর না হয় না ভাজুক আমার কি?

(পদ্ম ভিতরে গেল, মতি সিগারেট লইয়া আসিল)

মতি—রতন ঠাকুর, এই সিগ্‌রেটের বাক্সটা ভেতরে বাবুর শালাকে দাও গে যাও। ওকে আমার বড় ভয় করে, চুলের মুঠি ধরে ধাঁই ধাঁই করে মারে।

রতন—মাঝে মাঝে এখানে এসে বাবুর পয়সায় নবাবী করে—আর আমাদের মার ধোর—গালাগাল দেয়—দেব একদিন খুন্তীর বাড়ী—সেদিন বুঝতে পার্‌বে—দে বাক্সোটা।

(ভেতর হইতে সুরেন ও ভদ্রলোকগণ আসিল)

সুরেন—কি Brother, বলেছিলাম না। আহা-হা কি মাংসই রেঁধেছে।

ভদ্র—সত্যি সুরেন, লোকটা ভাল রাঁধে।

(বাহিরে জল কমিয়া গিয়াছে। ছাতা হাতে প্রবেশ করিল বেচু চক্কত্তি, তার সংগে একটি লোক)

বেচু—কার গুণগান করছেন বাবুরা?

সুরেন—এই আপনার হাজারি ঠাকুরের—ওহে (মতির প্রতি) ডাকো তো একবার।

(মতি ভিতরে গেল)

সুরেন—শুনুন চক্রবর্ত্তী মশায়, আর একবার শীগ্‌গির শীকারে আসবো তখন ঐ হাজারি ঠাকুরকে দিয়ে মাংস রান্না ক'রে খাওয়াতে হবে কিন্তু। বেশ হোটেল ক'রেছেন চক্কত্তি মশায়—

বেচু—আজ্ঞে বাবু! আপনারা রাজা লোক। এই রাণাঘাট রেল বাজারে হোটেল আছে অনেকগুলি, কিন্তু আপনাদের মত লোক যখনই আসেন এই গরীবের হোটেলেই পায়ের ধূলো দিয়ে থাকেন—তা আসবেন, যখন আপনাদের ইচ্ছে আসবেন।

(হাজারি ভিতর হইতে আসিল)

স্থরেন—এদিকে শোন ঠাকুর—এই নাও ঠাকুর, এই দু'টো টাকা তোমায় বকশিস্ দিলাম,—চমৎকার রান্না হয়েছে তোমার।

বেচু—আমার হোটেলের মজুরীটা ?

স্থরেন—কত দিতে হবে ?

বেচু—আট আনা দিলেই হবে।

স্থরেন—এই একটাকাই দিলাম, চল'হে—বোধ হয় ট্রেন আসবার সময় হয়ে গেছে।

বেচু—মতি ! বাবুদের এগিয়ে দিয়ে আয়।

(মতি, স্থরেন ও ভদ্রলোকগণ বাহির হইয়া গেল)

হাজারি—বাবু! এই নিন্, গত মাসের ডালের দরুন আমার সেই জরিমানার টাকাটা—

(বেচুকে টাকা দু'টো দিল)

বেচু—ওঃ তোমার মনে আছে দেখছি—(বেচু টাকা দু'টো লইয়া) পদ্ম—পদ্ম—

(বেচুর প্রস্থান)

(হাজারি বিড়ি বাহির করিয়া ধরাইল এমন সময় ঘরে প্রবেশ করিল পদ্ম ঝি)

পদ্ম—কেবল বসে বসে বিড়ি খাওয়া—এদিকে বাবুর বাড়ীর লোক এসে বসে আছে—

(বেচুর প্রবেশ)

তখনই বলেছিলাম—যে হাজারি ঠাকুরকে দিয়ে একাজ হবে না—বলি যাও না—কাজে হাত লাগাও গে যাও না? ও গাঁজাখোর ঠাকুরকে দিয়ে কাজ হবে না তখনই বলিনি বাবু—দেখছেন্ না ও গাঁজা খেয়ে বুঁদ হয়ে আছে। কাজ এগোবে কোথেকে?

বেচু—পদ্ম, যা ভাজা হয়েছে ব্যবস্থা করে দিয়ে দে।

পদ্ম—আচ্ছা বাবু। (পদ্ম ভিতরে গেল)

বেচু—বাকী যে ঘি ময়দা প'ড়ে রইলো, তা তোমার মাইনে থেকে কাটা যাবে।

হাজারি—আপনার হোটেলে সব উল্টো বন্দোবস্ত বাবু। মতি ছাড়া কেউ বেলে দেয়নি—সেও গাড়ীর টাইমে চলে গেল।

বেচু—ও সব কোন কথা শুন্‌ছিনা ঠাকুর—ওর দাম তুমিই দেবে। খদ্দের অর্ডার ফেরৎ দিলে সে মাল আমি নিজের ঘর থেকে লোকসান দিতে পারবো না। আর মাখা লেচী কাটা ময়দা আমি কি করবো?

(পদ্ম আসিল)

হাজারি—বেশ, এর দাম যদি আমাকেই দিতে হয়—তাহ'লে লুচি ভেজে আমি নিজেই নেবো।

বেচু—সে যা হয় করো। আমি বাসায় চল্লুম। বাদ্‌লা হয়ে আজ খদ্দের পত্তর সব মাটী। পদ্ম, সব দেখে শুনে তারপর যাবে। দুর্গা—দুর্গা। (বেচুর প্রস্থান)

পদ্ম—এখন বুঝি আবার গিয়ে ভাজতে বসবে? তা বেশ! আমায় খান পঁচিশ তিরিশ দিলেই হবে। মাংস যেটুকু ছিলো শালা-বাবুকে দিয়েছি। বাকী হাঁড়ি চেটে পুটে আমি এই এতটুকু নিয়েছি। (বাহির হইতে মতি আসিল)

মতি—নাঃ, আজ খদ্দের একটাও নেই।

পদ্ম—তুই যা, রতনঠাকুরকে বলে তাড়াতাড়ি কর। আমার আজ একটু তাড়া আছে। কই হাজারি ঠাকুর—এসো—আমার আবার যেতে হবে—রাত হ'লো।

(পদ্ম ভিতরে চলিয়া গেল)

হাজারি—দূর—দূর, এ হোটেলে মানুষ কাজ করে? মুখের উপর কিছু বল্‌তে পারি না তাই। মতি, আজ রাত তিনটের গাড়ীতে বাড়ী যাব।

মতি—কেন?

হাজারি—এত লুচি কি হবে? বাড়ীতে দিয়ে আসি। কাল দশটার গাড়ীতে এসে রান্না ক'রবো—কর্ত্তাকে বলিস।

মতি—এখন লুচি ভেজে তাই নিয়ে রাত্রির গাড়ীতে বাড়ী যাবে?

হাজারি—এখানে থাক্‌লে কাল সকালে বারোভূতে খাবে। আমার বাড়ীতে ছেলে মেয়ে আছে, তারা খেতে পায় না—তাদের দিয়ে আসি। তাদের মুখ বঞ্চিত করে এত লুচি এখানে রেখে পদ্ম ঝি আর কর্ত্তাকে খাইয়ে কোন লাভ নেই মতি—আর বাড়ী যেতে তো ছ'টা পয়সা খরচ।

(মঞ্চ অন্ধকার হইল)

সপ্তম দৃশ্য

[এঁড়োশোলা গ্রাম। হরিচরণ বাবু এ গ্রামের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোক। সাজ-পোষাকে এখনো সৌখীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। বৈঠকখানায় বসিয়া একা তিনি গ্রামোফোন রেকর্ডে গান শুনিতেছেন—সুসজ্জিত ঘর। পুরোনো আমলের

গান, সবে দুতিন লাইন হইবার পরই হাজারি ও তার তের-চোদ্দ বছরের মেয়ে টেঁপী দরজার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।]

হাজারি—বাবু—!

হরি—কে?

হাজারি—বাবু আমি হাজারি।

হরি—ও, হাজারি (রেকর্ড বন্ধ করিয়া) কি মনে করে? এসো, এসো, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে এসো। কতদিন তোমায় দেখিনি। তোমার মেয়ে মাঝে মাঝে আসে বটে—আমার বড় মেয়ে অতসীর সংগে ওর খুব ভাব। বসো—এই চেয়ারেই বসো। চা খাবে হাজারি?

হাজারি—থাক্‌গে—আবার কষ্ট করে—

হরি বিলক্ষণ। কষ্ট কিসের? আমি তো চা খাবোই। যাও তো মা টেঁপী—, চায়ের কথা ভেতরে বলে এসো। আর তোমার অতসীদিকেও অমনি পাঠিয়ে দিও।

টেঁপী—সেই ভাল, বাবা কলের গান শুন্‌তে এসেছে—অতসীদি এলে কলের গান শুনবো। আমি এখুনি ডেকে দিচ্ছি।

(টেঁপী ভিতরে গেল)

হরি—কলের গান শুনতে এসেছ হাজারি—হুঁঃ! শুন্‌তে আস্‌বে এর আর কথা কি? গ্রাম তো একেবারে লোকশূন্য হ'য়ে পড়েছে।

হাজারি—কাল রাত্রে বাড়ী এসেছি। টেঁপী বল্‌লে—মুখুজ্যেদের বাড়ী অতসীদির কাছে রোজ যাই। দুপুরে অতসীদি আমায় গান শেখায়, বোনা শেখায়। আমি ভাবলাম—আপনি যখন এখনো গ্রামে আছেন তখন একবার দেখা করেই যাই।

হরি—বেশ, বেশ—আস্‌বে বৈকি। সবই তো শুনেছ আজ পাঁচ মাস হলো—

হাজারি—জানি বাবু! খোকাবাবু কলকাতায় মায়ের দয়ায় মারা গেছেন—

হরি—হ্যাঁ। ঐ একটিতো ছিল। থাক্‌লো না হাজারি থাকলো না। সেই থেকে আর কারো বাড়ী আমি যাই না।

(অতসী ও টেঁপী প্রবেশ করিল। অতসীর বয়স আঠার উনিশ, বেশ ধব্‌ধবে ফর্সা, সুন্দর, সুশ্রী। হাতে কয়েক গাছা সোনার চুড়ী ও কানে ইয়ারিং ছাড়া অলংকারের কোন বাহুল্য নাই।)

হরি—তোমার হাজারিকাকা। প্রণাম করো অতসী।

(অতসী হাজারির পায়ের ধূলা লইল)

হাজারি—থাক্ থাক্ মা, রাজরাণী হও।

হরি—যাও মা, তোমার হাজারিকাকার জন্য চা নিয়ে এসো।

অতসী—আয় টেঁপী।

(টেঁপী ও অতসী ভিতরে গেল)

হাজারি—আপনার কাছে একটা আর্জ্জি ছিল বাবু!

হরি—কি, বলো ?

হাজারি—আমার কিছু টাকার দরকার। যদি আমায় কিছু ধার দিতেন - তা হ'লে আমার মস্ত একটা আশার কাজ মিটতো।

হরি—মেয়ের বিয়ে দেবে ?

হাজারি—না বাবু! ব্যবসা করবো।

হরি—কি ব্যবসা ?

হাজারি—বাবু, আপনি তো জানেন—আমি হোটেলে কাজ করি। আপনার কাছে লুকোবো না। আমি নিজে একটা হোটেল খুল্‌বো এবার। টাকা সেইজন্যেই দরকার।

হরি—কত টাকার দরকার ?

হাজারি—অন্ততঃ দুশো টাকা। আমার খালধারের কাঁঠাল বাগানটা বন্ধক রাখছি আপনার কাছে—এক বছরের মধ্যেই ও টাকা শোধ করবো।

হরি—তুমি কোন্ হোটেলে কাজ করো।

হাজারি—রাণাঘাটে বেচু চক্কত্তির হোটেলে—রেলবাজারের মধ্যে।

হরি - কত মাইনে পাও ?

হাজারি—সে আর বলবার নয় বাবু। তাই ভাবছিলাম পরের কাছে আর কাজ করবো না। এ দিকে বয়েসও হলো। এইবার একটা হোটেল নিজেই চালাবো।

হরি—হোটেল চালাতে পারবে ?

হাজারি—তা বাবু আপনাদের আশীর্ব্বাদে একরকম সব কাজই জানি। চাকরী করি রাঁধুনীর বটে, কিন্তু বাজার রান্না, অন্য সব কিছু ব্যবস্থাই আমি শিখে ফেলেছি। রাধাবল্লভের আশীর্ব্বাদে চোখ-কান খুলেই কাজ করি।

হরি—বেশ ভাল—

হাজারি—আমার বহুদিনের আশা একটি আদর্শ হিন্দু হোটেল খুলি।

হরি—দেখ হাজারি! তোমার কথা শুনে তোমার উপর আমার হিংসে হয়। তোমার বয়েস হলে কি হবে? তোমার জীবনে মস্ত বড় আশা রয়েছে একটা কিছু গ'ড়ে তোলবার। আর আশাই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। আমার আশা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই—তাইতো এই পাড়াগাঁয়ে একলাটি প'ড়ে আছি—ভাল লাগে কি? কখনো তো থাকিনি। ওই মেয়েটা আছে—গ্রামোফোন আনিয়েছে—কত রকমের গান বাজায়—বসে বসে তাই শুনি।

হাজারি—তা হ'লে বাবু, বাগানটা বন্ধক রেখেই কি—

হরি—বাগান বন্ধক রেখে টাকা আমি দেব না। দিতাম তো তোমাকে এমনিই দিতাম। কিন্তু অত নগদ টাকা আমার হাতে নেই। এখনো তোমার চা আন্‌লে না—আমি ভেতরে গিয়ে দেখছি।

(প্রস্থান। চা লইয়া অতসীর প্রবেশ)

অতসী—কাকাবাবু চা নিন্। (হাজারিকে চা দিল) কাকাবাবু! টেঁপী এখানে খাওয়া দাওয়া করে বাড়ী যাবে।

হাজারি—ওতো তোমাদেরই খাচ্ছে মা—

অতসী—কি যে বলেন। (চারিদিক দেখিয়া) আপনি যদি কাউকে না বলেন তা হলে একটা কথা বলি কাকাবাবু—

হাজারি—ব'লবো না মা, তুমি বলো।

অতসী—আপনি হোটেল খুলবেন বলে বাবার কাছে টাকা ধার চাইছিলেন ?

হাজারি—তোমায় এ কথা কে বল্লে ?

অতসী—টেঁপীর মুখে শুনেছি। কাকাবাবু! আমি আপনাকে টাকা দেব। আপনি হোটেল খুলুন।

হাজারি—তুমি কোথায় পাবে ?

অতসী—আমার কাছে আছে। দু'শো টাকা দিতে পারি। আমি জমিয়ে জমিয়ে করেছি। লুকিয়ে দেব কিন্তু। বাবা যেন জানতে না পারেন—কেউ যেন জান্‌তে না পারে।

হাজারি—না মা, তা হয় না।

অতসী—খুব হয়। দাদা মারা যাবার পর বাবার মন খুব খারাপ, ওঁকে বলা না বলা দুইই সমান। আমার কাছে তো পড়েই আছে—আপনার হোটেল খুব ভাল চল্‌বে। টেঁপীকে আমি

খুব ভালবাসি। ওর মনে আহ্লাদ হবে আর তাতেই তো আমার আনন্দ। টাকা বাক্সে তুলে রেখে কি হবে কাকাবাবু?

হাজারি—না, তোমার টাকা তোমার বাবাকে না জানিয়ে আমি নিতে পারবো না।

অতসী—বাবাকে না জানিয়ে টাকা নিলে দোষ কি? ধরুন আমি টেঁপীকেই টাকাটা দিচ্ছি।

হাজারি—তা তুমি পার না মা। তুমি ছেলেমানুষ, টাকা দেওয়ার অধিকার তোমার নেই। তুমি তো লেখাপড়া শিখেছ, ভেবে দেখ মা।

অতসী—(ভাবিয়া) বেশ। আমার টাকা দিয়ে হোটেল চল্‌লে আমায় লাভের অংশ দেবেন—তা হলে নেবেন তো?

হাজারি—না মা, তা হয় না। তুমি বড় হও, শ্বশুরবাড়ী যাও, আশীর্ব্বাদ করি তুমি রাজরাণী হও। তখন তোমার এই বুড়ো কাকাবাবুকে যা হাতে তুলে দেবে—আমি তাই নেব মা, তাই নেব। আমি চললুম, হোটেলের বেলা হ'য়ে গেল।

(মঞ্চ অন্ধকার হইল)

অষ্টম দৃশ্য

[বেচু চক্কত্তির হোটেল, প্রথম দৃশ্যের অনুরূপ। বেচু চক্কত্তি বসিয়া হুঁকা টানিতেছে। বেলা এগারোটা, ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিল হাজারিঠাকুর।]

বেচু—কাল কোথায় ছিলে ঠাকুর?

হাজারি—আজ্ঞে, অনেকদিন পরে বাড়ী গেলাম কর্ত্তা, ছেলে-মেয়ে রয়েছে—তাই একটা দিন—

বেচু—না ব'লে ক'য়ে এ ভাবে হোটেল থেকে পালিয়ে যাবার মানে কি? কার কাছে ছুটি নিয়ে গিয়েছিলে?

হাজারি—(হাত জোড় করিয়া) আজ্ঞে—

বেচু—তোমার হাড়ে হাড়ে বদমাইসি ঠাকুর। পদ্ম ঠিক কথাই বলে। এত বড় হোটেলের রান্নাবান্না ফেলে রেখে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে কাউকে কিছু না বলে? তোমার জন্যে একেবারে নাকের জলে চোখের জলে সবাই। গাঁজাখোর—নেমকহারাম কোথাকার— (পদ্ম প্রবেশ করিল)

পদ্ম—বেশ তো গিয়েছিলে—আবার যে উদয় হলে? কি মনে করে? আমি বলি দরকার নেই ও আপদকে বিদেয় করে দিন কর্ত্তা। গাঁজাখোর নেশায় বুঁদ হয়ে কোথায় পড়েছিল—চেহারা দেখছেন না—?

হাজারি—গাঁজা তো দূরের কথা—সকাল থেকেই—

বেচু—যাও, আর বাজে কথা বক্‌তে হবে না। কাল একটা ঠিকে ঠাকুর রাখা হয়েছিল—তার মজুরী এক টাকা—

পদ্ম—খোরাকী?

বেচু—হ্যাঁ চার আনা। এই পাঁচ সিকা এ মাসের মাইনে থেকে তোমার কাটা যাবে। ফের যদি এমন হয় সেইদিন বিদেয় করে দেবো মনে থাকে যেন—

পদ্ম—আজ কেউ তোমার কাজ করবে না—কেন ক'রবে? একা হাঁড়ি ঠেল্‌বে—যেমন বদ্‌মাইসি তেমনি তার শাস্তি। একা ডেক্‌চি নামাও, ফ্যান গালো, ভাত বাড়ো খদ্দেরদের। কাল সব কাজ মুখ বুজে ক'রেছে ঐ ঠাকুর। নবাবপুত্তুর গাঁজা খেয়ে পড়ে থাকবে কোথায়, আর তার জন্যে খেটে মরবে সবাই। উড়োনচণ্ডে মড়ুই পোড়া বামুন কোথাকার—

হাজারি—ঠাকুর তো রাখা হয়েছিল—

পদ্ম—রাখা হয়েছিলোই তো। তোমার সংগে কথা কাটাকাটি করবার সময় নেই আমার। মুর্শিদাবাদ আসবার সময় হ'লো। এক্ষুনি খদ্দের আসবে সব—

(হাজারি ও পদ্ম ভেতরে গেল। বাহির হইতে প্রবেশ করিল যতীশ ভট্টাচার্য্য। যতীশ এ হোটেলের মাসকাবারি খদ্দের; বয়স পঞ্চান্ন বৎসর। ম্যালেরিয়া রোগীর মত চেহারা, মাথার চুল পাকা, পরনে ময়লা ধুতি ও লংক্লথের পাঞ্জাবী। পায়ে বিবর্ণ ক্যাম্বিসের জুতা)

বেচু—যতীশবাবু কি মনে করে? না—না খাওয়া টাওয়া হবে না। আপনি অন্যস্তর চেষ্টা করুন ভট্চায্যি মশায়। আমি পারবো না। হোটেল খুলেছি দু' পয়সা রোজগারের চেষ্টায়— অন্নছত্তর্ তো খুলিনি।

যতীশ—টাকার জন্য আপনি ভাববেন না চক্কত্তি মশায়। এক মাসের তো বাকী প'ড়েছে—আমি সামনের মাসেই—

বেচু—না মশায়—যা গিয়েছে—তা গিয়েছে—আর আমি আপনাকে খাইয়ে জড়াতে রাজী নই।

যতীশ—না, না, যাবে কেন? পাই-পয়সা আমি শোধ করে দেবো। তবে প'ড়ে গিয়েছি একটু ফেরে কর্ত্তা মশায়—তা এ কটা দিন-যেমন খাচ্ছি খেয়ে যাই—সামনের মাসের পয়লা দোসরা—

বেচু—না মশায়। সামনের মাসের পয়লা দোসরা এখনো ঢের দেরী—ও সব আর চলবে না।

যতীশ—কিন্তু মানে আজকের দিনটা—

বেচু—মাপ করবেন—আপনি অন্যস্তরে দেখুন—

যতীশ—আচ্ছা, যাচ্ছি! খুব কষ্টে পড়ে গেছি চক্কত্তিমশায় তা না হ'লে দু'মুঠো ভাতের জন্য কেউ এতো খোসামোদ করে না।

(যতীশ ম্লান মুখে বাহিরে গেল, মতি ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিল)

মতি—হাজারি ঠাকুর! পাঁচ থালা ভাত, ভাজা, ডাল, নিরিমিষী তরকারী।

(হাজারি ও পদ্ম প্রবেশ করিল)

হাজারি—ক'জন রে মতি?

মতি—পাঁচজন।

হাজারি—পাঁচজন! পদ্মদিদি, ডাল যে একেবারে নেই—দু'জনের মত হবে কিনা সন্দেহ।

বেচু—নেই বল্লে তো চলবে না—এখন খদ্দের খাওয়াবে কি দিয়ে?

পদ্ম—দোষ তো তোমার ঠাকুর। এখনো দু'খানা ট্রেন বাকী। যাও একটু ফ্যান মিশিয়ে দাওগে।

হাজারি—ফ্যান মেশাবো?

পদ্ম—হ্যাঁ হ্যাঁ ফ্যান মেশাবে। দু'বাটী ফ্যান ঢেলে একটু নুন দিয়ে গরম ক'রে নাও। যাও, হাঁ ক'রে দেখছ কি?

বেচু—হ্যাঁ! ফ্যান দিয়েই ব্যবস্থা ক'রে দাও। আমাকে একবার বাড়ীতে যেতে হবে, খুব দরকার। বাড়ী থেকে লোক এসেছে। আমি চল্লুম—তুমি একটু ব্যবস্থা করে নিও।

(বেচুর প্রস্থান)

পদ্ম—আঃ! আবার বাইরে দাঁড়িয়ে আছ কেন। তরকারী কুটে রান্না চাপিয়ে দাও।

হাজারি—ফ্যান দেবো?

পদ্ম—হ্যাঁ হ্যাঁ, ফ্যান—একটা কথা তোমায় এক'শো বার বলতে হয়— (বেগে প্রস্থান)

(একজন ভদ্রলোকের প্রবেশ)

ভদ্র—রান্না সব হয়েছে তো ?

হাজারি—বাবু! সবে ডাল আর ভাত হ'য়েছে—বড় জোর একটা ভাজা হ'তে পারে।

ভদ্র—এত বেলা হ'ল—এখনো মোটে ডাল ভাত। কি রকম ঠাকুর তুমি? যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলে এতক্ষণে তিনটে তরকারী হয়ে গেছে। এ রকম কর্‌লে তোমাদের হোটেল চ'লেছে। বেলা সাড়ে এগারোটা বাজতে চল্‌লো—

হাজারি—সাড়ে এগারোটা নয় বাবু! এখন এগারোটা। তা ছাড়া রান্না সব ফুরিয়ে গেছে—আজ হাটবার কিনা তাই আবার নতুন করে রাঁধতে হবে।

ভদ্র—সাড়ে এগারোটা না? আমি বল্‌ছি সাড়ে এগারোটা আর তুমি বল্‌ছো এগারোটা। আবার আমার মুখে মুখে তর্ক? আমি ঘড়ি দেখ্‌তে জানিনে ?

হাজারি—সে কথা আমি বল্‌ছিনা বাবু। ঘড়ি দেখ্‌তে জান্‌বেন না কেন? আপনারা বড়লোক—তবে এগারোটার সময় মেল গাড়ী যায়—সে গাড়ীতো এখনো যায় নি।

ভদ্র—আবার তর্ক? মারবো গালে এক চড়—ইডিয়েট কোথাকার—কার সঙ্গে কি ভাবে কথা কইতে হয় তাও জানো না—আমি কি তোমার হাটুরে খদ্দের ? (পদ্ম ভিতর হইতে আসিল)

পদ্ম—কি হয়েছে বাবু ?

ভদ্র—তোমাদের এই অসভ্য ঠাকুরটা আমার মুখে মুখে তর্ক করছে। কি জানোয়ার। হোটেলের রাঁধুনীগিরি করতে এসে আবার

লম্বা লম্বা কথা! আজ দিতাম তোমাকে এক চড় কষিয়ে তখন টের পেতে মজা?

পদ্ম—যাক বাবু! আপনি ক্ষমা দিন—ওর কথায় চট্‌লে কি চলে? আসুন আপনি খাবেন আসুন।

ভদ্র—খাবো কি? রান্না যে কিছুই নেই।

পদ্ম—আসুন বাবু। আমি নিজে হাতে আপনাকে মাছ ভেজে খেতে দিচ্ছি।

ভদ্র - তুমি? নিজে?

পদ্ম—হ্যাঁ বাবু (ঘাড় নাড়িল)।

(পদ্ম ও ভদ্রলোকের প্রস্থান—শ্যালক কানাইয়ের প্রবেশ)

কানাই—কিরে হাজারি! দাঁড়িয়ে আছিস যে, ব্যাটাচ্ছেলে খালি ফাঁকি। জামাইবাবু নেই রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যতটা ফাঁকি দেওয়া যায়। বলি এটা তো বাপের জমিদারী নয়, এটা ব্যবসা।

হাজারি—আজ্ঞে বাবু! আমি এই মাত্তর—

কানাই—আবার মুখে মুখে তর্ক? মতি কোথায়?

হাজারি—ভেতরে—

(হাজারি ভেতরে গেল, কানাই সিগারেট ধরাইয়া প্যাকেটটি ফেলিয়া দিল—ভয়ে ভয়ে মতির প্রবেশ)

কানাই—এই যে—কোথায় ছিলি?

মতি - আজ্ঞে বাবু! ভেতরে।

কানাই—আজ্ঞে বাবু ভেতরে—বলি এটা বাপের জমিদারী তো নয়—ভেতরে খালি আড্ডা—

মতি—না বাবু, খদ্দেরদের নেবু, নুন, জল, এই সব দিচ্ছিলুম।

কানাই—যা সিগারেট নিয়ে আয়—

মতি—পয়সা—?

কানাই—ধারে ধারে—ওই পানের দোকান থেকে আমার নাম ক'রে ধারে আনবি—।

মতি—আজ্ঞে, আপনার নামে আর ধার দিতে চায় না।

কানাই—ফের মুখে মুখে তর্ক? জামাই বাবুর নামে নিয়ে আয়—।

(মতি ছুটিয়া গেল, কানাই ভিতরে যাইতেছিল, আগের ভদ্রলোকটি বাহিরে আসিতে উভয়ে ধাক্কা লাগিল)

কানাই—Stupid—দেখ্‌তে পাও না? দিলে একেবারে আদ্ধির জামাটা নষ্ট করে—

ভদ্র—কি বললেন—Stupid,—আর একবার বলুন তো? আচ্ছা All right. (বেগে প্রস্থান করিল)

(কানাইও প্রস্থান করিল—পদ্ম প্রবেশ করিল)

পদ্ম—ও হাজারি ঠাকুর—হাজারি ঠাকুর একবার এইদিকে এসো—

(হাজারি প্রবেশ করিল)

আমি ভাত নিয়ে বাড়ী চলে যাচ্ছি। তুমি এদিকের সব মিটিয়ে তারপর যা হয় করো। মতি—এই মতি—

(মতি প্রবেশ করিল)

মতি—কি পদ্মদিদি!

পদ্ম—দু' থালা ভাত আমার বাড়ীতে পৌছে দিবি। আমার তাড়া আছে—চল্‌লুম। (পদ্ম বাহিরে গেল)

মতি—কি ভাবছো—হাজারিদা—চলো ভেতরে চলো।

হাজারি—যাচ্ছি। ডাল, তরকারী বোধ হয় কিছুই নেই—যা তুই আমার জন্যে দু' পয়সার দই নিয়ে আয়।

(মতিকে পয়সা দিল, মতি বাহির হইয়া গেল। হাজারি বিড়ি ধরাইলে বংশীধর ও নরেন প্রবেশ করিল)

বংশী—এই যে ভাই হাজারি একটু অসুবিধেয় পড়েছি। আমাদের হোটেলে—

হাজারি—যদু বাবুর হোটেলে কি হয়েছে ?

বংশী—না হয়নি কিছুই। আমার এই ভাগ্নেটি হঠাৎ অবেলায় এসে পড়লো—আজ আবার হাটবার ছিলো—হাটুরে খদ্দেররা সব খেয়ে গেছে—আমাদেরও খাওয়া সব শেষ হয়ে গেছে। তাই এলাম তোমার কাছে যদি দু'টি ভাত—

হাজারি—হ্যাঁ হ্যাঁ, ভাত যা আছে তা হয়ে যাবে। এটি তোমার ভাগ্নে ? বাঃ বেশ চমৎকার স্বাস্থ্য।

বংশী—আচ্ছা, তুমি ওকে খেতে দাও—আমি যাই ভাই, হোটেলে আবার কেউ নেই।

(বংশী বাহির হইয়া গেল)

হাজারি - মাছ কিন্তু হবে না বাবা। খদ্দেরের বড্ড ভীড় ছিল মাছের টান, ডাল তরকারীর টান - তোমার খাওয়ার বড্ড কষ্ট হবে। তবে দই আনতে দিয়েছি।

নরেন - না, না, থাক্। দইয়ের দরকার হবে না। যা আছে তাই দিন।

হাজারি—না বাবা, তুমি বংশীধরের ভাগ্নে। আমরা পাশাপাশি হোটেলে এতদিন কাজ করছি। বংশীর ভাগ্নেও যা আমার ভাগ্নেও তাই। তোমার নামটি কি বাবা ?

নরেন—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

হাজারি—তা হলে আমাদেরই পাল্টি-ঘর ?

নরেন—তা হবে – কিন্তু আপনার খাওয়া হয়েছে ?

হাজারি—হ্যাঁ, একটু আগেই হোল। তুমি খাবে এসো বাবা—।

(নরেনকে লইয়া ভিতরে গেল, মঞ্চ অন্ধকার হইল)

নবম দৃশ্য

[কুসুমের ঘর। কুসুমের প্রতিবেশী সহচরী বসিয়া গান করিতেছে। কুসুম একমনে তাহাই শুনিতেছে।]

কুসুম—বাঃ, বেশ গান গেয়েছ।

সহচরী—আজ যাই ভাই, বেলা হ'ল, আরেকদিন বরং আস্‌বো!

কুসুম—আস্‌বি কিন্তু, ভুলিস না যেন –

সহচরি—আস্‌বো ভাই—।

(সহচরী প্রস্থান করিল। অন্যদিক হইতে হাজারি ও যতীশ ভট্টাচার্য্য প্রবেশ করিল)

হাজারী—আসুন, আসুন ভট্‌চায্যি মশায়, এ আমার মেয়ের বাড়ী। কোথায় যাচ্ছিলেন?

যতীশ—যাচ্ছি ফুলে-নবলা। আমার বড় ভায়রাভাইয়ের বাড়ী। দেখলো তো হাজারি, তোমার চক্কত্তি মশায়ের কাণ্ডটা! বলি টাকা কি দিতাম না? দুপুর বেলা না খাইয়ে আমায় কিনা যা-তা বল্লে। ভাত বেচা বাউন কিনা—ছোটলোক! ছোট-লোক! দু'শো ঝাঁটা মারি শহরের মাথায়—আর থাকছি নাকি? যাচ্চি ফুলে নবলা—আমার বড় ভায়রাভাই পার্ব্বতী চক্কত্তি সেখানকার একজন নামকরা লোক—পাল চৌধুরীদের জমিদারীতে কাজ করে। ওখানেই যা হয় একটা হিল্লে হয়ে যাবে।

হাজারি—একটা কথা বলি—যদি কিছু মনে না করেন—।

যতীশ- কি? টাকাকড়ির কথা বল্‌বে তো? টাকা-কড়ি এখন আমার কাছে কিছু নেই। তবে দেনা আমি রাখবো না। খাওয়ার টাকা আগে শোধ করে তবে অন্য কথা। সে তুমি বলে দিও বেচু চক্কত্তিকে।

হাজারি—টাকাকড়ির কথা বলিনি—বলছিলুম আহার ক'রেছেন ?

যতীশ—না, কোথায় ক'রবো ? অতবেলায় চক্কত্তির হোটেল থেকে ফিরে কে আমার জন্য ভাত নিয়ে বসেছিল ?

হাজারি—আমি এক্ষুনি আপনাকে রেঁধে খাওয়াব।

যতীশ—আরে না, না, ও সব কথা থাক। আমি যাওয়ার পথে জলটল খেয়ে নেব। তাছাড়া এখন অবেলা।

হাজারি—তা হবে না, আমি আপনাকে খাওয়াবোই।

যতীশ—তুমি রান্না ক'রে দিলে এখন বেশ তৃপ্তির সংগেই খেতুম কিন্তু আজ তাহলে ফুলে নবলা পৌছুতে পারবো না। নিতান্ত যখন ছাড়বে না—তা, বেশ তা হলে একটু জল-খাবারের ব্যবস্থা করো।

হাজারি—কুসুম মা। একবার এদিকে এসো তো !

(দরজার আড়াল হইতে কুসুম বলিল)

কুসুম—বলুন বাবাঠাকুর।

হাজারি—ইনি ব্রাহ্মণ, আজ সারাদিন খাওয়া হয় নি। আমার চেনা-শুনা, এঁকে কিছু খাওয়ার জন্য এখানে এনেছি।

কুসুম—আমি এখনই ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।

হাজারি—না, না তোমাকে ব্যস্ত হ'তে হবে না। আমি—এখনি বাজার থেকে কিনে আনাচ্ছি। এখানে একটু বসে খাওয়ার জন্যই তো আসা।

কুসুম—বাবাঠাকুর আপনি ব্যস্ত হবেন না ! আমি সব যোগাড় ক'রে দিচ্ছি। জলখাবার আমার ঘরেই আছে। ঘরে থাকতে বাজার থেকে আনতে হবে কেন ? আমার ঘরে ব্রাহ্মণের পায়ের ধূলো পড়েছে এ আমার পরম সৌভাগ্য।

হাজারি—বেশ মা, যা ভালো বোঝ তাই করো— (কুসুম ভিতরে গেল)

যতীশ—এ তোমার মেয়ের বাড়ী বল্লে না ?

হাজারি—এরা হ'লো ঘোষ, গয়লা। এই বাড়ীতে ওর বিয়ে হয়েছে। ওই আমার ধর্ম্ম মেয়ে—

যতীশ—মেয়েটির কথাবার্ত্তা বেশ ভাল হে—

হাজারি—ভটচাযি্য মশায়—একটা হোটেল আমি নিজের নামে খুলবো অনেকদিন থেকে ইচ্ছে আছে। আপনি কি বলেন ?

যতীশ—অনায়াসেই খুলতে পার। খুব লাভের ব্যবসা। তোমার হবেও—মনটা তোমার খুব ভাল। কিন্তু পয়সা পাবে কোথায় ?

হাজারি—এই নিয়েই তো গোলমাল, না হ'লে এতদিন খুলেই দিতাম। দেখি চেষ্টায় আছি।

(কুসুম পর পর দু'খানি রেকাবিতে সন্দেশ আনিয়া হাজারির হাতে দিল। হাজারি একখানি রেকাবি যতীশের হাতে দিল)

হাজারি—আবার আমার জন্যও এনেছ মা। যাক ভালই হয়েছে। আজ আমারও খাওয়া হয়নি।

(কুসুম ভিতরে গেল ও জল আনিল)

যতীশ—তুমি খাওনি কেন ?

হাজারি—একটি অতিথি এসে পড়লো তাই—

(যতীশ তাড়াতাড়ি খাইয়া জলপান করিল)

যতীশ—তুমি খাওয়ালে মা। বড় তৃপ্তির সঙ্গে খেলুম। তুমি বড় ভাল মেয়ে। আশীর্ব্বাদ করি তুমি সুখী হও। আচ্ছা আমি চলি।

হাজারি—একটু বস্‌বেন না ?

যতীশ—না না—তাহলে ফুলে নবলা যেতে পারবো না। আচ্ছা আমি চলি।

(যতীশ চলিয়া গেল)

কুসুম—আজ খাওয়া হয়নি কেন বাবাঠাকুর? ঝগড়া হয়েছিলো বুঝি—

হাজারি—না মা, আমাদের পাশের হোটেলের বংশীধর আছে না? হঠাৎ তার ভাগ্নে এসে হাজির—ওদের হোটেলে ভাত নেই—

কুসুম—তাই আপনার মুখের ভাত—

হাজারি—বংশীধরের ভাগ্নেকে খেতে দিতে হলো। চমৎকার ছেলেটি, আমার টেঁপীর সংগে বিয়ে দিলে ভারি চমৎকার মানায় কিন্তু তা কি হবে? ভগবান এমন পাত্র কি টেঁপীর ভাগ্যে জুটিয়ে দেবেন!

কুসুম—কত বয়েস? কি করে ছেলেটি?

হাজারি—আহা ছেলে মানুষ। আমার বড় ছেলে বেঁচে থাকলে ঠিক ওরই মত হ'তো। সোনার চাঁদ ছেলে। টেঁপী কি আর সে অদৃষ্ট করেছে?

কুসুম—আপনি হোটেলটাই তাড়াতাড়ি খুলুন।

হাজারি—হ্যাঁ মা, একবার শেষ চেষ্টাই করবো। জামাই তো ছেলের মত, সে থাকবে—আপনিও প্রাণপণে খাটবো। তিন মাসের মধ্যে আমি হোটেল দাঁড় করাবোই—এখন থেকে এই আমার জীবনের একমাত্র স্বপ্ন মা—একমাত্র স্বপ্ন।

কুসুম—তাই করুন বাবাঠাকুর তাই করুন।

(মঞ্চ অন্ধকার হইল)

দশম দৃশ্য

[বেচু চক্কত্তির হোটেল, হাজারির প্রবেশ সবে ভোরের আলো ফুটিয়া উঠিতেছে। পাখীর কলগুঞ্জনে চারিদিক মুখরিত।]

হাজারি—একি! এত ভোরে দরজা খোলা কেন? মতি, মতি—হ্যাঁ রে—দরজা খোলা কেন?

মতি—(ঘুম ভাঙ্গিয়া) তাতো আমি জানি না। তুমি রাত্রিতে কোথায় ছিলে? দোর খুল্‌লে কে—? দাঁড়াও ভেতরটা দেখি—

(মতি ভিতরে গেল)

মতি—(নেপথ্যে) হাজারিদা সর্ব্বনাশ—থালা, বাসন, ঘটী, ঘরের মধ্যে একটাও নেই—কোথায় গেল কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

(হাজারি ভিতরে গেল, বাহির হইতে প্রবেশ করিল পদ্ম—পিছনে বেচু ও রতন)

বেচু—একি! এত বেলা হ'য়েছে—এরা সব এখনো ওঠেনি?

(ভিতর হইতে মতি ও হাজারি আসিল)

মতি—বাবু! বাসন সব চুরি হয়ে গেছে?

বেচু—সে কি? চুরি—? সব চুরি হয়ে গেছে? রতন, পুলিশের নেপালবাবু যদু বাঁড়ুয্যের দোকানে চা খাচ্ছেন। তাড়াতাড়ি ডাক তো? (রতন বাহিরে গেল)

এত টাকার থালা বাসন সব চুরি হয়ে গেল? হাজারি! রাত্রে কোথায় ছিলে?

হাজারি—ইষ্টিশনের প্ল্যাটফর্ম্মে বাবু—বড্ড গরম হচ্ছিল তাই ওখানে শুয়েই রাত কাটালুম।

বেচু—ম'তে—তুই কোথায় ছিলি?

মতি—আমি ঘুমুচ্ছিলাম।

(বেচু মতিকে কিল, চড় মারিতে লাগিল)

বেচু—হারামজাদ, ঘুমুচ্ছিলে? চোরে আমার সমস্ত বাসন কোসন নিয়ে গেল—আর তুমি ঘুমুচ্ছিলে?

(এ. এস. আই. নেপাল বাবু প্রবেশ করিলেন)

নেপাল—কি হয়েছে চক্কত্তি মশায় ?

বেচু—আজ্ঞে কাল রাত্রে হোটেলের সব বাসন ঘর থেকে চুরি হয়ে গেছে।

নেপাল—ঘরে কে কে শুয়েছিলো—?

বেচু—হাজারি আর মতি—

নেপাল—হাজারি কে ?

হাজারি—আজ্ঞে আমি।

নেপাল—আর মতি—?

বেচু—(মতিকে দেখাইয়া) এই হারামজাদা।

নেপাল—কি হে! তোমরা দু'জনেই ঘরে ছিলে ?

হাজারি—আজ্ঞে না। আমি গরমের জন্য ইষ্টিশনের প্ল্যাটফর্ম্মে শুয়েছিলাম।

নেপাল—কত রাত্রে প্ল্যাটফর্ম্মে শুয়েছিলে ? কোন্ প্ল্যাটফর্ম্মে ?

হাজারি—আজ্ঞে, বনগাঁ লাইনের প্ল্যাটফর্ম্মে বেঞ্চির ওপর।

নেপাল—তোমায় সেখানে কেউ দেখেছিল ?

হাজারি—না বাবু—তখন অনেক রাত।

নেপাল—কত ?

হাজারি—তা দেড়টা দু'টো হবে।

নেপাল—এতক্ষণ পর্য্যন্ত কোথায় ছিলে ?

হাজারি—রোজ খাওয়া দাওয়ার পর আমি দুবেলাই চূর্ণী নদীর খেয়া-ঘাটে গিয়ে বসি—কালও সেখানে গিয়েছিলাম।

নেপাল—আর কোনদিন হোটেল ছেড়ে প্ল্যাটফর্ম্মে শুয়েছিলে ?

হাজারি—মাঝে মাঝে শুই—তবে খুব কম।

(পদ্ম বেচুর কানে কানে কি বলিল, বেচুও পরক্ষণেই নেপাল বাবুর কানে কানে কি বলিল)

নেপাল—Oh, I See! হাজারি ঠাকুর! তুমি কুসুমকে চেনো? কথার জবাব দাও?

হাজারি—চিনি।

(পদ্ম মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল)

নেপাল—কুসুম থাকে কোথায়?

হাজারি—গোয়ালাপাড়ায়, বড় বাজারের ওদিকে।

নেপাল—সে কি করে?

হাজারি—দুধ দই বেচে—গরীব লোক।

নেপাল—বয়েস কত?

হাজারি—এই চব্বিশ-পঁচিশ।

নেপাল—তোমার সঙ্গে কুসুমের কতদিনের আলাপ?

হাজারি—সে আমার গাঁয়ের মেয়ে। আমি তাকে ছেলেবেলা থেকেই জানি। তার বাবা আমার বন্ধুলোক।

নেপাল—কুসুমের সঙ্গে তুমি প্রায়ই দেখা-শুনো করো—না?

হাজারি—মাঝে মাঝে দেখা করি, তার তত্ত্বাবধান করা তো দরকার।

নেপাল—নিশ্চয়ই দরকার। এখানে তার শ্বশুরবাড়ী?

হাজারি—আজ্ঞে হ্যাঁ।

নেপাল—স্বামী আছে?

হাজারি—না। বছর চার-পাঁচ আগে মারা গেছে। শাশুড়ী আছে, আর এক দেওরপো'ও আছে।

নেপাল—তুমি মাঝে মাঝে হোটেলের রান্না জিনিস তাকে দিয়ে আসো?

হাজারি—হ্যাঁ বাবু! তা দিয়ে আসি। মিথ্যে কথা বলবো কেন? মাঝে মাঝে দিই।

(পদ্ম খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল)

নেপাল—আঃ হাসি কিসের ? এটা হাসির জায়গা নয়।

(পদ্মর হাসি থামিল)

হাজারি—দারোগা বাবু! সে গরীব লোক। আমাদের গাঁয়ের মেয়ে আমার সে মেয়ের মত, তাই মাঝে মাঝে তাকে একটু আধটু তরকারী দিয়ে আসি—কত তো ফেলা যায়—তাই ভাবি—।

নেপাল—বুঝেছি। তোমাকে আর লেকৃচার দিতে হবে না। কাল রাতে তুমি সেখানে গিয়েছিলে ?

হাজারি—না বাবু। সকালে প্ল্যাটফর্ম্ম থেকেই হোটেলে এসেছি।

নেপাল—হুঁঃ চক্কত্তি মশায়! হাজারি আর মতি চাকরকে আমি নিয়ে থানায় চললুম।

মতি—আপনার পায়ে পড়ি দারোগা বাবু! (পা ধরিল) আমি কিছু জানি না। কর্ত্তাবাবু আমাকে বাঁচান (পা ধরিল)।

বেচু—ছাড় ছাড় পা ছাড়।

নেপাল—চুপ্ কর। হাজারি! হোটেলে কতদিন কাজ করছো ?

হাজারি—আজ্ঞে বাবু ছ' বছর।

নেপাল—বাসন চুরি ক'রে কোথায় রেখেছ ?

হাজারি—দোহাই বাবু! আমার ছ-চল্লিশ বছর বয়স হলো কখনো জীবনে একটা কারোর বিড়িও চুরি করি নি—

নেপাল—ও সব বাজে কথা রাখো। তুমি আর এই চাকর বেটা দু'জনে মিলে যোগসাজসে চুরি করেছ। স্বীকার করো—তা হ'লে এক্ষুনি ছেড়ে দেবো।

হাজারি—বাবু, আমি এর কোন বার্ত্তাই জানিনে।

নেপাল—জাননা—না ? হাজতে গিয়ে রুলের গোঁতা খেলেই সমস্ত জান্‌তে পার্‌বে—। ভাল কথায় কিছু হবে না দেখ্‌ছি।

চক্কত্তি মশায়। আমি এদের নিয়ে থানায় চললুম—আপনি থানায় আসুন।

(হাজারি যাইতে যাইতে বলিল)

হাজারি—বাবু! আপনি দেবতা! আর মাথার উপর চন্দ্র সূর্য্যি রয়েছে। আমারও বয়েস হ'তে চল্‌লো। চুরি কি অন্য কোন খারাপ বুদ্ধি কোনদিন আমার মনে উদয় হয় নি। কুসুম গেরস্থর বৌ—তাকে এর মধ্যে জড়াবেন না। তাকে এর মধ্যে জড়ালে ঘেন্নায় মরে যাবে বাবু—সে ঘেন্নায় মরে যাবে। পদ্মদিদি! আমার একটা উপকার করবে দিদি?

পদ্ম—বল ঠাকুর?

হাজারি—আমার ঘর থেকে পাথরের নুড়িটাকে জলে ফেলে দিয়ে আস্‌তে পারো? ভেবেছিলাম ও দেবতা, কিন্তু তা নয়—ও পাথর—শুধু পাথর।

(মঞ্চ অন্ধকার হইল)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[কুসুমের ঘর, হাজারি ও কুসুম দু'জনে দাওয়ায় বসিয়া কথা বলিতেছে।]

কুসুম—আপনি এতদিন আসেন নি কেন? আমার অসুখ করেছিল, মরেই যেতাম। মনে ভাবলুম আপনার সঙ্গে দেখাই হবে না। চেহারাটা বড্ড খারাপ হয়ে গেছে।

হাজারি—তোমারও চেহারা বড় খারাপ হয়ে গেছে মা। তুমি বোধ হয় শোননি আমার চাকরী গেছে।

কুসুম—কেন?

হাজারি—চুরি ক'রেছিলাম বলে।

কুসুম—চুরি করেছিলেন?

হাজারি—ওরা তাই বলে। পাঁচ ছ'দিন হাজতেও ছিলাম।

কুসুম—হাজতে ছিলেন? মিথ্যেকথা। (উঠিল)

হাজারি—না কুসুম। মিথ্যে নয়। সত্যি হাজতে ছিলাম চুরির আসামী হয়ে।

কুসুম—হাজতে থাকতে পারেন বাবাঠাকুর কিন্তু চুরি আপনি করেন নি—ক'রতে পারেন না। সেইটেই মিথ্যে কথা। তাই বল্‌ছি কি হ'য়েছিল?

হাজারি—সেদিন রাতে সব বাসন কোসন চুরি গেল না? পরের দিন সকাল বেলা তো পুলিশ ধ'রে নিয়ে গেল। পাঁচ ছ' দিন আমাকে আর মতিকে হাজতে আটকে রাখলে! রতনঠাকুর রোজ হোটেল থেকে ভাত দিয়ে যেত। পুলিশ অনেক চেষ্টা

ক'রেও চুরির প্রমাণ ঠিক করতে পারলো না। কাজেই ছ'দিন পরে আমরা দু'জনেই খালাস পেলাম।

কুসুম—আপনি এখন কোত্থেকে আস্‌ছেন?

হাজারি—গাঁ থেকে—

কুসুম—কোথায় যাবেন কিছু ঠিক ক'রেছেন?

হাজারি—ঠিক্ এখনো কিছু করিনি, তবে কর্ত্তে হবে, বসে থাক্‌লে তো চল্‌বে না?

কুসুম—এখানে আর কোন হোটেলে কাজের সন্ধান ক'রলে হয় না?

হাজারি—চুরির অপবাদ যখন রটেছে তখন এখানকার কোন হোটেলেই আমায় নেবে না। তবে ভাব্‌ছি কি জানো মা এই রেল-বাজারে আর একটা হোটেল বেশ চলে।

কুসুম—শুধু চলে না বাবাঠাকুর ভাল চলে। আপনার নিজের নামে একটা হোটেল খুললে সব হোটেল কানা হয়ে যাবে।

হাজারি—তোমার তাই মনে হয় মা?

কুসুম—হ্যাঁ। আমার তাই মনে হয়—খুলুন আপনি হোটেল।

হাজারি—আর একজনও আমায় এই কথাই বলেছে। তোমার মত সে আমার আর এক মেয়ে। আমাদের গাঁয়েই থাকে।

কুসুন—কে বাবাঠাকুর?

হাজারি—হরিচরণ বাবুর মেয়ে অতসী। আমার মেয়ে টেঁপী তার বন্ধু। খুব ভাব দু'জনে। সেই আমাকে বলেছিলো।

কুসুম—আমাদের বাবুর মেয়ে—আমি দেখিনি কখনো? বয়স কত?

হাজারি—ওরা নোতুন এসেছে গাঁয়ে—কোথা থেকে দেখবে বল? বয়স ষোল সতেরো হবে। সামনের মাসেই বিয়ে। মেয়েটি বড় ভাল। এই সব কথা শুনে আমাকে হোটেল খোলবার কাজে খুব উৎসাহ দিয়েছে।

কুসুম—সবাই যখন বল্‌ছে তখন তাই করুন আপনি—

হাজারি—একটা সুখবরও আছে মা, অতসী আমাকে দু'শো টাকা দিয়েছে হোটেল খোলবার জন্যে। আমি নেবনা কিছুতেই—সে আমাকে জোর করে গছিয়ে দিলে। তাই মনে করছি—এবার তোমার কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে জাঁকিয়ে হোটেল খুলে দেবো। কিন্তু ভয় হয় তোমার ব্যাঙের আধুলি নিয়ে শেষে যদি লোকসান যায় তবে এ-কূল ও-কূল দু'কূল যাবে। অতসী বড় মানুষের মেয়ে, তার দু'শো টাকা গেলে কিছু যাবে আসবে না।

কুসুম—আমার টাকা আপনাকে নিতেই হবে। আমি কোন কথা শুনবো না। এর ভেতর আমি নিজেও জমিয়েছি প্রায় দেড়শ' টাকা।

হাজারি—আমি দু'জনেরই টাকা নেব কিন্তু টাকা গেলে আমায় দোষ দিও না মা।

কুসুম—বাবাঠাকুর! আপনি হোটেল খুলুন, টাকা আপনার ডুব্‌বে না। এর পরেও যদি যায় সে আমাদের ভাগ্য। আপনাকে দোষ দেব না।

(হাজারি কাপড়ের খুঁট খুলিয়া দুই শত টাকার নোট কুসুমের হাতে দিল)

হাজারি—রেখে দাও মা—হোটেল খোল্‌বার রেস্তো। আমি কোমর বেঁধে লাগি—যদি প্রাণপণে চালাতে পারি লাভ এতে হবেই। তাতে তোমারও অংশ থাক্‌বে মা। এমাস তো শেষ হয়ে গেল—তাই ভাবছি পরের মাসের শুভ পয়লা তারিখে রেলবাজারে গোপাল ঘোষের তামাকের দোকানের পাশেই নতুন হোটেলটা খুলবো। টিনের সাইন বোর্ডে

লেখা থাকবে—"আদর্শ হিন্দু হোটেল। হাজারি ঠাকুর নিজের হাতে সমস্ত রান্না করিয়া থাকেন। ভাত, ডাল, মাছ, মাংস সব রকম প্রস্তুত থাকে। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও সস্তা। আসুন বাবুরা দয়া করে আসুন একবার পরীক্ষা করুন—।"

(মঞ্চ অন্ধকার হইল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[হাজারির নূতন বাসা। হাজারি, কন্যা টেঁপী ও টেঁপীর মা সুটকেস্, বস্তা, পোঁট্লা প্রভৃতি লইয়া প্রবেশ করিল।]

টেঁপীর মা—বাঃ, খুব সুন্দর বাড়ী। আমি মনে করেছিলাম খড়ের ঘর হবে। তা ক'খানা ঘর গা? রান্নাঘর কোনদিকে? কই? তোমার সেই টিউকল কই?

হাজারি—ওই ওদিকে আছে।

টেঁপীর মা—জল বেশ ওঠে তো? ওরে টেঁপী! গাড়ীর কাপড় চোপড় গুলো সব আলাদা ক'রে ছেড়ে রাখ একপাশে। ও সব নিয়ে সৃষ্টি ছোঁয়া-নেপা করো না যেন। বস্তার মধ্যে থেকে আগে ঘটিটা বার করে দে। আগে এক ঘটি জল নিয়ে আসি।

(টেঁপী ঘটি বাহির করিল—কুসুমের প্রবেশ)

টেঁপীর মা—এসো মা কুসুম, এসো এসো। গাঁয়ে থাক্‌তে সেই তোমায় কুমারী অবস্থায় দেখেছি। ভাল আছো তো?

কুসুম—হ্যাঁ! আপনি ভাল আছেন?

(মতির প্রবেশ)

মতি—মুটে কয়লা নিয়ে এসেছে—কোন দিকে নামাব।

হাজারি—কয়লা আন্‌লি কেন? তোকে যে বলেছিলাম কাঠ আন্‌তে। এরা কয়লার আঁচ দিতে জানে না।

কুসুম—কয়লার উনুন আছে? আমি আঁচ দিয়ে দিচ্ছি। আঁচ দিতে তো শিখতে হবে জেঠিমা? কয়লা সস্তা, পোড়েও কাঠের চেয়ে কম। ও আমি একদিনেই শিখিয়ে দেব।

মতি—কোথায় নামাব?

হাজারি—ওই—ওধারে রাখ্‌তে বল।

মতি—ওই—ওপাশে কয়লা নামা। আর কি ক'রতে হবে?

হাজারি—তুই এখন যাস্‌নে। জলটল্ তুলে দিয়ে জিনিস পত্তর গুছিয়ে দিয়ে তবে যাবি। হোটেলের বাজার এসেছে?

মতি—এসেছে।

হাজারি—তা থেকে এবেলার মত মাছ তরকারী চার পাঁচ জনের মত নিয়ে আয়। ওবেলা আলাদা বাজার করলেই হবে।

টেঁপী—বাবা! এখানে নাইবো কোথায়? পুকুর আছে না গাঙ্‌?

হাজারি—গাঙ্‌ও আছে, পুকুরও আছে। আরও আছে টিউব-কল।

টেঁপীর মা—তা হ'লে জল টান্‌তে হবে না পুকুর থেকে?

হাজারি—না, না, ও সব মতিই করবে। মতি—জল তুলেদে—ঘটিটা নিয়ে যা।

(টেঁপী মতিকে ঘটিটা দিল—মতি ঘটি লইয়া ভিতরে গেল)

টেঁপীর মা—ও কে গা?

হাজারি—ও আমাদের হোটেলের চাকর। আগের হোটেলে আমরা একসঙ্গেই কাজ ক'রতাম। ও বাসার কাজও করবে, হোটেলের কাজও ক'রবে।

কুসুম—জেঠিমা, আপনি নেয়ে নিন। ততক্ষণ উনুনে আঁচ ধরিয়ে দি। বেলা প্রায় এগারোটা বাজে। বেলা ক'রে রান্না চড়াবার দরকার কি ?

টেঁপীর মা—তুমি এখানে এবেলা খাবে কুসুম।

কুসুম—না-না, আপনারা এই তেতে পুড়ে এলেন দুপুর বেলা এখন কোন রকমে ঝোল ভাত রেঁধে খেয়ে নিন্। এর মধ্যে আবার আমার খাওয়ার হাঙ্গামা—

টেঁপীর মা—কিছু হাঙ্গামা হবে না মা। তুমি না খেয়ে যেতে পারবে না মা। ভাল বেগুন এনেছি গাঁ থেকে, তোমাদের শহরে তেমন বেগুন মিলবে না। বেগুন পোড়াব এখন। বাপের বাড়ীর বেগুন খেয়ে যাও আজ—

কুসুম—আমি তবে আঁচটা ধরিয়ে দি—

(কুসুমের প্রস্থান)

হাজারি—আমি একবার হোটেলে চল্লাম—তোমরা রান্না চাপাও।

টেঁপীর মা—কিন্তু উনুন নিভে গেলে কি করবো গো ?

হাজারি—শেখো শেখো—পাড়া গেঁয়ে ভূত হয়ে কদিন আর থাক্‌বে ? আঁচ পড়ে গেলে আর কিছু কয়লা নিয়ে তার উপর চাট্টি চাট্টি করে দিও—বুঝ্‌লে ?

টেঁপীর মা—ওঃ তুমি যে খুব সহুরে মানুষ হয়েছ ! তবু যদি এড়োঁশোলায় বাড়ী না হ'ত ?

হাজারি—আমি ? আমি এই সাত বছর রাণাঘাট রেলবাজারে আছি। আমাকে পাড়াগেঁয়ে বল্‌বে কে ? ও কথা তুমি শিকেয় তুলে রাখ।

টেঁপী—বাবা। এখানে টকী আছে ? তুমি দেখেছ ?

টেঁপীর মা—টকী কি গা ?

হাজারি—(ঈষৎ বিপন্নভাবে) ছবিতে কথা কয়—দেখেছি অনেকবার—দেখব না কেন—

টেঁপীর মা—কি পালা দেখেছিলে গা—?

হাজারি—পালা—! তা একটা মনে আছে। লক্ষ্মণের শক্তিশেল বোধ হয়—হ্যাঁ লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

টেঁপী—লক্ষ্মণের শক্তিশেল আবার পালার নাম? ও-রকম নাম তো টকীর পালায় থাকে না—তাদের নাম আমি শুনেছি অতসীদির কাছে, অন্যরকম।

হাজারি—হ্যাঁ হ্যাঁ—তুই আর তোর অতসীদি ভারি সব জানিস। যা সব দিকি—চান্ টান্ করগে যা না—

(নরেনের প্রবেশ)

নরেন—মামাবাবু! খাওয়া দাওয়া হল?

হাজারি—এস বাবা এসো। ঘোমটা দিচ্ছ কাকে দেখে? ও হ'ল বংশীর ভাগ্নে। আমার হোটেলের খাতা পত্তর লেখে—ছেলে-মানুষ—ওকে দেখে আবার ঘোমটা?

নরেন—ওঃ মামীমা—

(নরেন মামীমার পদধূলি লইল)

হাজারি—তোর নরেনদাদাকে প্রণাম কর টেঁপী। এইটি আমার মেয়ে বাবা নরেন! ও বেশ লেখাপড়া জানে—সেলাইয়ের কাজ টাজও ভাল শিখেছে—আমাদের গাঁয়ের বাবুর মেয়ের কাছে।

টেঁপী—দেখ্ছো মা! বাবা যেন কি? একজন বাইরের ভদ্রলোকের সামনে—টেঁপী টেঁপী।

হাজারি—মুর্শিদাবাদের গাড়ী থেকে ক'জন নামলো আজ?

নরেন—নেমেছিল জনদশেক, তার মধ্যে তিন জনকে বেচু চক্কত্তির নতুন চাকর একরকম হাত ধরে জোর করে টেনে নিয়ে

গেল। বাকী সাতজন আমরাই পেয়েছি। আর বঁনগার ট্রেন থেকে এসেছিল পাঁচ জন।

হাজারি—স্টেশনে গিয়েছিল কে ?

নরেন—মতিও ছিল, রাখালও ছিল। মতি ব'ল্‌লে—বেচু চক্কত্তির চাকরের সঙ্গে খদ্দের নিয়ে হাতাহাতি হয়ে যেত আজ।

হাজারি—না-না, দরকার কি বাবা ও সবে। হাজার হোক আমার পুরোনো মনিব—ওদের খেয়েই আমি এতকাল মানুষ। হোটেলের কাজ শিখেছি ওদের কাছে! শুধু রাঁধতে জান্‌লে তো হোটেল চালানো যায় না—। বাবা এ একটা ব্যবসা। কি করে হাট বাজার কর্ত্তে হয়, কি করে খদ্দের তুষ্ট রাখতে হয়, কি করে হিসেব-পত্তর রাখতে হয় এসবও জানা চাই। আমি ছ'বছর ওদের ওখানে থেকে কেবল দেখতাম্—ওরা কি করে চালাচ্ছে ? দেখে দেখে শেখা—এখন সব পারি।

নরেন—আচ্ছা মামীমা! খাওয়া দাওয়া করুন—আমি আসবোখন্ ও বেলা—

হাজারি—আজ দুপুরে তুমি বাসাতেই খাবে বুঝলে ?

নরেন—আজকের রান্নাতো হোটেলেই হয়ে গেছে—কাল বরঞ্চ খাবো।

হাজারি—আচ্ছা, আচ্ছা! তা হ'লে এখন একটু জলটল্ খেয়ে যাও। বেলাও হয়েছে অনেক। টেঁপী! ওই যে ওখানে বাল্‌তিতে জল রয়েছে—তোর নরেনদাদাকে হাত মুখ ধুতে দে—যা—যা।

(টেঁপী ও নরেনের প্রস্থান)

কেমন ছেলেটি দেখলে ?

টেঁপীর মা—বেশ ভালো—চমৎকার দেখ্‌তে—

হাজারি—ওর সঙ্গে টেঁপীর বেশ মানাবে, না ?

টেঁপীর মা—চমৎকার মানায়—আমাদের অদৃষ্টে অমন ছেলে কি জুটবে—?

হাজারি—জুটবে না কেন ? জুটে রয়েছে—। ওকে আনিয়ে রেখেছি হোটেলে কি জন্যে ? আর তোমাদেরই বা রাণাঘাটের বাসায় আন্‌লাম কি জন্যে ? তা বলে যেন টেঁপীকে কিছু বুঝ্‌তে দিও না। কাল ওকে একটু যত্ন আত্তি করো। বুঝলে ? আমার অনেক দিনের ইচ্ছে ওর সঙ্গে টেঁপীর বিয়ে দেবো। তা এখন অনেকটা ভরসা পাচ্ছি। ওর বাপের অবস্থাও বেশ ভালো। ছেলেটাও অনেকদূর পড়েছে—থাক্‌না আমার অংশীদার হ'য়ে কাজ শিখে নিক্—টেঁপীও কাছে রইলো আমাদের, বুঝলে না ? এ মাথায় মতলব আছে অনেক। যাও যাও, ভেতর থেকে কিছু জল খাবারের ব্যবস্থা কর, না হয় বাজার থেকে আনিয়ে দি—

টেঁপীর মা—না না আনতে হবে না। ফল সন্দেশ আমার পুটুলিতেই আছে। আমি এখুনি এনে দিচ্ছি !

হাজারি—যাও। আমিও হোটেলটা ঘুরে আসি।

(উভয়ের প্রস্থান)

(নরেন ও টেঁপীর প্রবেশ)

টেঁপী—আপনার জল খাবার।

নরেন—দিন—

টেঁপী—কই খান—।

নরেন—হ্যাঁ খাচ্ছি। শুনুন, এক গ্লাস জল—

টেঁপী—জল ? আমি এখুনি আনছি। (প্রস্থানোদ্যত)

নরেন—শোন—

টেঁপী—বলুন—

নরেন—তোমার নাম তো জানা হ'লো না—।

টেঁপী—আমার নাম—টেঁ—না না আশালতা—।

(টেঁপী দাঁত দিয়া জিভ কাটিয়া প্রস্থান করিল। নরেন হাসিতে লাগিল, মঞ্চ অন্ধকার হইল)

তৃতীয় দৃশ্য

[হাজারি বসিয়া বিড়ি খাইতেছে। একটি বৈরাগী বসিয়া গান গাহিতেছে। গান শেষ হইয়া আসিতেছে এমন সময় নরেন, যতীশ ও একজন অ-বাঙ্গালী ভদ্রলোক প্রবেশ করিল।]

(ভিক্ষা লইয়া বৈরাগীর প্রস্থান)

যতীশ—এর কথাই আপনাকে বলেছিলাম—এই সেই হাজারি ঠাকুর।

অঃ বাঃ ভদ্র—ঠিক আছে ভট্চায্ মশায়—কোথা হাপ্নী সব ঠিক করিয়ে লিন্।

যতীশ—শোন হাজারি কথাটা বলি। এই গুজরাটী ভদ্রলোকটি খুব বড় ব্যবসাদার এবং খাড়ে কোম্পানীর বড় অংশীদার। জি-আই-পি রেলের সব হিন্দু হোটেলের কন্ট্রাক্ট্ হলো খাড়ে কোম্পানীর। উনি তোমায় বল্‌তে এসেছেন—ওদের সব হোটেলের রান্না দেখাশুনার তদারক করার জন্যে। দেড়শো টাকার মাইনেতে তোমায় রাখতে চায়। তিন বছরের এগ্রিমেণ্ট্, তোমার সব খরচ—যে কোন

জায়গায় যাওয়া আসা—আর একজন চাকরও দেবে ওরা। বোম্বেতে মিনি ভাড়ায় বাসাও পাবে। যদি ওদের নাম দাঁড়িয়ে যায় তোমার রান্নার গুণে, তা হ'লে একটা মোটা অংশও তুমি পাবে। বল, তুমি রাজী?

হাজারি—ও নরেন এদিকে এসো। তুমি কি বলো?

নরেন—হোটেলের ব্যবসা সম্বন্ধে খুব একটা অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ, এ হাত ছাড়া করা উচিত নয়।

হাজারি—তুমি বলছ! আমি—রাজী। কিন্তু একটা কথা—আমি ত হিন্দী জানিনে—কাজ চালাবো কি করে?

যতীশ—সে জন্যে ভাবনা কি হাজারি—দু'দিন থাকলেই শিখে যাবে। ঠিক আছে স্যার।

অঃ বাঃ ভদ্র—All right, your contract form and appointment letter. Please sign your name.

নরেন—নিন্, সই করুন।

(হাজারি সই করিল, ও কণ্ট্রাক্ট ফর্ম দিয়া দিল)

অঃ বাঃ ভদ্র—Thanks.

যতীশ—তা হ'লে মে মাসের পয়লা তোমাকে জয়েন করতে হবে বোম্বেতে। ইণ্টার ক্লাসের পাস এর মধ্যে এসে যাবে। আর এদের লোক সঙ্গে ক'রে বোম্বেতে পৌঁছে দেবে। তৈরী থেকো—আর মাত্র পনেরো দিন বাকী। চলুন স্যার।

(অঃ বাঃ ভদ্রলোকটি বাহিরে গেল)

হাজারি—ভট্টাচার্য্যি মশায় আপনি আমার জন্য যথেষ্ট করলেন।

যতীশ—কিছু না হাজারি ও কিছু না। যেদিন দুটো ভাতের জন্যে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছিলাম—সেদিন আমার কথা তুমি ছাড়া আর কেউ ভাবে নি—আজ তোমার একটু উপকার

করেছি বটে কিন্তু সেইটাই যথেষ্ট করা হলো না—অনেক করা হ'লো না।

(যতীশের প্রস্থান)

(মতির প্রবেশ)

মতি—হাজারিদা! ওদের হোটেলের চাকর খদ্দেরের হাত ধরে টানাটানি ক'রবে—আমাদের নিন্দে ক'রবে—তাই আমার সঙ্গে হাতাহাতি হয়ে গেল।

হাজারি—খদ্দের কোথায় গেল ?

মতি—খদ্দের এসেছে আমাদের এখানে। ওদের হোটেলের লোকের আমাদের উপর আকোচ আছে। আমরাই সব খদ্দের পাই, ওরা পায় না—এই নিয়ে ঝগড়া। হাজারিদা! ঐ তোমার পুরোনো মনিব আস্‌ছেন—আমি পালাই।

(মতির প্রস্থান)

(বেচুর প্রবেশ)

হাজারি—আসুন বাবু আসুন! বসুন।

বেচু—না, না, না, তোমাকে দাঁড়াতে হবে না—তুমিও পাশে বসো।

হাজারি - কিছু ব'লবেন—?

বেচু—বলছিলাম কি জানো? এক জায়গায় ব্যবসা যখন আমাদের—তখন তোমার সঙ্গে আমার শত্রুতা থাকতেই পারে না। কিন্তু তোমার চাকর আমার চাকরকে মেরেছে ইষ্টিশানে—এ কেমন কথা ?

হাজারি—আমি তো শুনলুম বাবু আপনার চাকর আগে মেরেছে মতিকে। ও খদ্দের নিয়ে আসছিলো এমন সময়—

বেচু—তোমার মতিই আমার খদ্দেরকে ভাঙ্গাবার চেষ্টা করে। আমার হোটেলে আসছিলো খদ্দের—তোমার হোটেলে খেতে যায় নি।

হাজারি—যাক, ও নিয়ে আর ঝগড়া ক'রে কি হবে? আমরা দু'জনেই আসল ব্যাপারটা চোখে দেখিনি। কাজেই—

বেচু—ঠিক কথা। কিন্তু এ রকম যেন আর না হয়।

হাজারি—বাবু! আপনার হোটেলের সঙ্গে আমার হোটেলের কোনদিনই বিবাদ হবে না। আসুন—আমরা গাড়ী ভাগ করে নিই।

বেচু—না, না, তা কেন? ইষ্টিশান তো আমার একার না।

হাজারি—না বাবু! এখন থেকে তাই রইলো। মুর্শিদাবাদ আর বনগাঁর গাড়ীর মধ্যে আপনি কি নেবেন বলুন? মুর্শিদাবাদ চান, না বনগাঁ চান? সেই গাড়ীর সময় মতি ইষ্টিশানে যাবে না।

বেচু—তা তুমি যখন বলছো তখন মুর্শিদাবাদ খানাই আমার রইলো।

হাজারি—বেশ তাই রইলো। বসুন বাবু, বসুন। যখন পায়ের ধূলো এদিকে প'ড়েছে তখন চা জল-খাবার না খাইয়ে ছাড়ছিনে।

বেচু—না না না, সে আর একদিন হ'বেখন। আজ থাক, আজ থাক।

হাজারি—সে হবে না—।

(দু'জনেই প্রস্থান করিল)

(ছদ্মবেশী নটীলাল ও মতির প্রবেশ)

নটী—ছিঃ ছিঃ ছিঃ। খাওয়ালে বাসি ভাত—আবার কথা?

মতি—সে কি বাবু! আমাদের হোটেলে ও-রকম পাবেন না। আধ মণ চাল রান্না হয়—তাতেই কুলোয় না, বাসি ভাত থাক্‌বে কোত্থেকে ?

নটী—আলবৎ ওবেলার ভাত। আমি বলছি ওবেলার ভাত।

মতি—আপনি নতুন লোক তাই জানেন না। কিন্তু যাঁরা এখানে থাকেন—তাঁরা সকলেই জানেন বাসি ভাতটাত আমরা চালাই নে।

নটী—তবে তুমি কি বল্‌তে চাও—আমি মিথ্যে কথা বলছি ?

মতি—না বাবু তাতো বলছি না। তবে আপনারও তো ভুল হ'তে পারে। আমি দিব্যি ক'রে বল্‌ছি বাসি ভাত আমাদের হোটেলের থাকে না।

নটী—থাকে না ? বড্ড নবাবীর কথা বল্‌ছ যে হে ? বাসি ভাত এ বেলার হাঁড়িতে ফেলে দ্যায় না ?

মতি—না বাবু।

নটী—স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি তবুও না বল্‌ছো ? দেখ্‌বে মজা ?

মতি—কি মজা দেখাবেন আপনি—?

নটী—দেখবে ? দাঁড়াও দেখাচ্ছি—জোচ্চর কোথাকার।

(রাস্তার দরজার দিকে চীৎকার করিয়া)

শুনুন মশায় সব বলি—এ হোটেলে বাসি ভাত দিয়েছে—ধরে ফেলেছি কিনা—তাই আমাকে এখন মার্‌তে এসেছে। পুলিশ ডাক্‌বো এক্ষুনি। স্যানিটারী দারোগাকে দিয়ে রিপোর্ট ক'রে ছা'ড়বো। জোচ্চর কোথাকার—লোক মারবার মতলব।

(মতি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল)

মতি—মনে পড়েছে। আমি যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলে তোমাকে দেখেছি।

নটী—কি যা তা বল্‌ছো?

মতি—(হাত ধরিয়া) মনে করেছ তোমাকে আমি চিন্‌তে পারি নি? তুমিই একদিন বেচু চক্কত্তির হোটেলে আমার সঙ্গে ঝগড়া করে কর্ত্তার কাছে আমায় অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিয়েছিলে—

নটী—কি যা তা—মানে—

(হঠাৎ হাত ছাড়াইয়া লোকটি পলাইয়া গেল)

চতুর্থ দৃশ্য

[চূর্ণী নদীর তীরে গাছতলায় যদু বাঁড়ুয্যে ও বেচু চক্কত্তি কথা কহিতেছে।]

যদু—তারপর চক্কত্তি মশায়, হোটেল চ'লছে কেমন?

বেচু—আর তেমন চলছে কই বাঁড়ুয্যে মশায়? ভাবছি তুলে দিয়ে অন্য কোথাও যাই। খদ্দের-পত্তর একেবারে নেই।

যদু—পদ্মর মুখে শুনলাম আপনি নদীর ধারে গাছ তলায়। আমি টেণ্ডারের খবরটা নিতে এসেছিলাম, ভাবলাম—আপনার সঙ্গে একবার দেখাটা করেই যাই। খবরটা খানিক পরেই পাওয়া যাবে।

বেচু—খানিক পরে পাওয়া যাবে, তবে আমি যে শুনে এলাম—

যদু—আপনিও তা হলে—

বেচু—হ্যাঁ, আমিও টেণ্ডার দিয়েছি।

যদু—বেশ! তা হ'লে বলি শুন্থন। নৈহাটীর একজন ভাটিয়া নাকি বড্ড তদ্‌বীর ক'রছে—তারই হয়ে যাবে। মোটা পয়সার

কারবার—ওরই হবে রেলের হোটেল। আসাম মেল, বনগাঁ, শান্তিপুর, ডাউন চাঁট্গা মেল এই সব প্যাসেঞ্জার খাবে।

বেচু—জানি, জানি। তাই একটু তদ্‌বীর করতে গিয়েছিলেন, কি বলেন ?

যদু—হ্যাঁ! আমি তো নিজেই গিয়েছিলাম। তবে ওখানে আপনাকে দেখতে পেলাম না। দেখলাম দাঁড়িয়ে আছে পদ্ম। তা—আপনার দাঁড়ানো আর পদ্মর দাঁড়ানো ও একই কথা।

(যদু মৃদু হাসিল, ব্যস্ত ভাবে পদ্ম আসিল)

বেচু—কি রে, ব্যাপার কি ?

পদ্ম—আর ব্যাপার। এইমাত্র ওদের লেখা ঝুলিয়ে দিয়েছে—।

যদু—তা হোটেল খোলবার কে অনুমতি পেলো ? সেই ভাটিয়া ব্যাটা বুঝি ?

পদ্ম—তা হ'লেও তো ছিল ভালো—হ'লো হাজারির।

বেচু—দেখে এলি ?

পদ্ম—বাবু-আমি তো নেখাপড়া জানিনে—সবাই বল্‌ছে হাজারির নাম।

বেচু—তা হ'লে ওরই হলো ?

যদু—লোকটার বরাত খুব ভাল যাচ্ছে। ধূলো-মুঠো ধরলে সোনা-মুঠো হ'চ্ছে। সবই বরাত।

বেচু—মোটা টাকা ঘুষ দিয়েছে আর কি !

যদু—টাকার ব্যাপার এর মধ্যে নেই। আমি একটু কানাঘুষো শুনেছিলাম। হেড অফিসের বোর্ড থেকে মঞ্জুর হয়েছে। এখানকার ইষ্টিশান মাষ্টার হাজারির সম্বন্ধে খুব লিখেছে—বলেছে—এর রান্না খুব ভাল—এই সব।

পদ্ম—এ কি হলো কর্ত্তা ?

বেচু—তাই তো ?

যদু—কি আর ক'রবে বল ?

বেচু—আমি ভাবছি—কাল একবার হাজারির হোটেলে যাই। ওকে বলি আমার হোটেলের তুমি অংশীদার হও। আর তোমার রেলের হোটেলের কিছু অংশ আমায় দাও।

পদ্ম—কিন্তু তোমায় যদি দিতে না চায় ?

বেচু—আমায় খুব মানে। দিলেও দিতে পারে। এ না ক'রলে আমার আর উপায় নেই পদ্ম! হোটেল আর চালাতে পারবো না। একরাশ দেনা, খরচ আর আয়ে কুলোচ্ছে না। এ আমায় করতেই হবে।

পদ্ম—যা ভাল বোঝ তাই কর কর্ত্তা। আমি কি বল্‌বো বল ?

যদু—তার চেয়ে এক কাজ করো না কেন ? আমাদের দু'জনের হোটেল আমরা এক সঙ্গে মিশিয়ে নি। তোমার ঘর ছেড়ে সামনের মাসে আমার ঘরেই চলে এসো।

পদ্ম—বাবু! এ খুব ভাল কথা। বাঁড়ুয্যে মশায়ের সঙ্গে কাজ করা ভাল।

বেচু—আরে ঐ তো হাজারি, এই দিকেই আস্‌ছে। বাঁড়ুয্যে চল। আমরা একটু এগিয়ে যাই। পদ্ম দেখ্—যদি বুঝিয়ে কিছু হয়।

(বেচু ও যদু চলিয়া গেল, হাজারি আসিল)

হাজারি—পদ্মদিদি! ভাল আছ ?

পদ্ম—মন্দ নয়, ভালই আছি। তুমি ভাল আছ ঠাকুর ?

হাজারি—এখানে কাছেই থাকো বুঝি ?

পদ্ম—হ্যাঁ! তারপর, হোটেল তো পেলে শুনলুম—এখানে কাকে বসাবে ?

হাজারি—কিছু এখনো ঠিক করিনি, তবে ভেবেছি—বংশীধরের ভাগ্নে ওই নরেনকেই বসাবো।

পদ্ম—মাইনে কত নেবে?

হাজারি—সে সব এখনো ঠিক করিনি। ও আমার এই হোটেলে খাতা-পত্তর রাখে, দেখাশোনো করে। বড় ভাল ছেলেটি।

পদ্ম—ভাল হলেই ভাল—

হাজারি—চক্কত্তি মশায়ের শরীর কেমন? ক'দিন ওদিকে আর যেতে পারিনি। হোটেল চ'লছে কেমন?

পদ্ম—হোটেল চ'ল্‌ছে মন্দ নয়—তবে আমি কি বলছিলাম জানো ঠাকুর—যদি তুমি ভাল বোঝ কর্ত্তা মশায়কে রেলের হোটেলে একটা অংশ দিয়ে রাখ তুমি। তাতে তোমার ব্যবসার সুবিধে হবে?

হাজারি—ওঁর নিজের হোটেল—তার কি হবে?

পদ্ম—সে জন্যে ভাবতে হবে না—সে আমিই দেখতে পারবো। বল তোমার কি মত?

হাজারি—এখন তো কোন কথা দিতে পারলাম না পদ্মদিদি। তাছাড়া রেল-কোম্পানীর হোটেলের অংশ কাউকে দেওয়া যাবে না। হোটেল তো আমার নয়। রেল-কোম্পানীর।

পদ্ম—তা বটে। তা হ'লে তুমি এসো না কেন আমাদের হোটেলে?

হাজারি—আর তা হয় না পদ্মদিদি।

পদ্ম—আমাদের বড় দুঃসময় ঠাকুর, তাই বলছিলাম।

হাজারি—কেন? কি ব্যাপার বলো তো?

পদ্ম—কথাটা কাউকে যেন বলোনা—

হাজারি—না! তুমি বলো।

পদ্ম—কর্ত্তাকে আমি সাত শ' টাকা ধার দিয়েছিলুম—তাঁর সই-করা কটা হাণ্ডনোটও আছে। তা-ছাড়া হাতের চুড়ি, মাকড়ী সবই বিক্রী করি ঐ হোটেলের জন্যে।

হাজারি—তুমি টাকা দিয়েছিলে ঐ হোটেলের জন্যে?

পদ্ম—দিই নি তো কার টাকায় হোটেল চললো এতদিন? যা কিছু ছিল সবই তো খুইয়েছি ওর পেছনে।

হাজারি—ওকে আগে থাকতে জানতে, না রাণাঘাটে আলাপ?

পদ্ম—তুমি ব্রাহ্মণ, মিথ্যে বলবো না। আলাপ আমাদের আগে থেকেই। সে অনেক দিনের কথা। উনি আমাদের গাঁ ফুলে নবলার চক্কত্তি বাড়ীর ছেলে– লেখাপড়া তেমন কিছু শেখেন নি। আট বছর আগে একদিন বল্লেন—পদ্ম কিছু আগাম টাকা দিতে পারিস, রাণাঘাটে গিয়ে হোটেল খুলবো। দিলাম টাকা। তারপর—থাক সে কথা। অনেক দিনের কথা কিনা, সে সব গল্প বলে মনে হয়।

হাজারি—তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না পদ্মদিদি?

পদ্ম—না বোঝার কথা তো নয়! কর্ত্তার যে আমার উপর টান ছিল এ কথাটা সত্যি। তবে একথা আমি কোনদিন কাউকে ব'লতে পারিনি। উনি বাউন, আমি ছোট জাতের মেয়ে—তাই ওনাকে অবহেলাও করতে পারি নি। সেইজন্যে আমার যা ছিলো সবই হোটেলের পেছনে দিয়েছি—এখন আমার বলতে আর কিছুই নেই।

হাজারি—সবই বুঝলুম পদ্মদিদি। তোমাদের কিছু টাকা দিয়ে আমি খানিকটা উপকার করতে হয়তো পারতুম কিন্তু কয়েক দিন পরে আমার মেয়ের বিয়ে।

পদ্ম—মেয়ের বিয়ে—? টেঁপীর বিয়ে? তুমি সবই পেলে ঠাকুর—ভগবান তোমাকে সবই দিলেন।

হাজারি—একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রবো পদ্মদিদি? সেদিন হোটেলে যে চুরি হয়েছিল—

পদ্ম—ঠাকুর, ও কথাটা কোনদিন আমায় জিজ্ঞেস করো না। আমার জীবনের সব চেয়ে বড় নোংরা কাজ ওরই ভেতরে লুকিয়ে আছে। ও কথা আমায় কোনদিন জিজ্ঞেস ক'রো না।

(মঞ্চ অন্ধকার হইল)

পঞ্চম দৃশ্য

[রাণাঘাটে হাজারির বাসাবাটী, নরেন ও টেঁপীর বিয়ে কয়দিন আগে হইয়া গিয়াছে। আজই হাজারির বোম্বে যাইবার দিন, ঘরের বাহিরে আসিয়া টেঁপী কহিল।]

টেঁপী—সন্ধ্যে হ'তে চ'ললো—এখনো ঘুমুচ্ছে। হোটেলে হয়তো অনেক রাত পর্য্যন্ত খাটতে হয়—।

(ভেতর হইতে টেঁপীর মা আসিল)

টেঁপীর মা—হ্যাঁরে—জামাই এখনো ঘুমুচ্ছে?

টেঁপী—হ্যাঁ মা! এখনো ঘুমুচ্ছে। ডেকে দেবো—না ঘুমুবে!

টেঁপীর মা—ঘুমুচ্ছে—ঘুমোক না—। ডাকাডাকির দরকার কি? চাকরকে ডাক্—খান কতক সিঙ্গাড়া এনে দিক্।

টেঁপী—ওর আবার চা খাওয়ার অভ্যেস। ঘুম থেকে উঠলেই চা করে দিতে হবে।

টেঁপীর মা—তুই চা ক'রে দিতে পারবি তো?

টেঁপী—তুমি যে কি বলো মা—হাসি পায়। কিন্তু করবো কি করে? চা কই? চিনি কই? কেটলী কোথায়? চায়ের জল ফুটবে কিসে? সে সব ব্যবস্থা আছে কিছু?

(নেপথ্যে) হাজারি—কই গো?

(হাজারির ব্যস্তভাবে প্রবেশ)

টেঁপীর মা—তুমি এতক্ষণ ছিলে কোথায়?

হাজারি—আমার কথা বলো না। আজ সব কাজে আমার গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে। আমার গোছগাছ সব ঠিক আছে তো? আর কিছুক্ষণ পরেই ট্রেন।

টেঁপীর মা—তোমার আর ব্যস্ত হতে হবে না। সব ঠিক আছে শুধু তুমি—একবার ভেতরে গিয়ে দেখে নাও।

হাজারি—নরেন কোথায়?

টেঁপীর মা—সে ঘুমুচ্ছে। আহা, কাল অনেক রাত পর্য্যন্ত জেগেছে তোমার সঙ্গে।

হাজারি—জাগবে না? সব বুঝে নিতে হবে তো? দু'-দুটো হোটেলের কাজ চালানো কি মুখের কথা? তবে হ্যাঁ। ছেলে খুব চালাক। দেখ ট্রেনের সময় যত এগিয়ে আসছে—আমার কিন্তু ততই যেতে ইচ্ছে ক'রছে না।

টেঁপীর মা—তুমি যেও না—

হাজারি—তা কি হয়—সই করে দিয়েছি যে, হ্যাঁরে তোরা চা খেয়েছিস তো?

টেঁপী—না—

হাজারি—আচ্ছা আমি বাইরের দোকানে চট্ করে বলে আসছি। আর তুই মা তাড়াতাড়ি করে চা-টা তৈরী করা শিখেনে।

টেঁপী—বাবা যেন কি!

টেঁপীর মা—তুমি তা হ'লে চট্ করে নিয়েই এসো। হ্যাঁ দেখ! আবার যেন বাইরে গিয়ে গপ্পে বসে যেও না। এখনো কাজ বাকী!

হাজারি—হ্যাঁ, তুমি তো খালি আমায় গল্প করতেই দেখ!

(হাজারি বাহিরে গেল)

টেঁপীর মা—তা'হলে আমি বড় ঘর থেকে আম, সন্দেশ, শশা এনে দিচ্ছি—তুই চা টা এলে সেই সঙ্গে দিয়ে দিস।

টেঁপী—চায়ের সঙ্গে শশা দেয় না মা—তার চেয়ে শুধু সন্দেশই দাও।

টেঁপীর মা—শশা দেয় না—তবে না হয় একটা ডাব কেটে দি—বাড়ীতে ডাব আছে।

টেঁপী—তুমি যে কি মা—চায়ের সঙ্গে কেউ ডাব দেয়?

টেঁপীর মা—কি জানি বাপু—বুঝিনে তোদের একেলে ঢং, যা বুঝিস্ তাই কর্। ঘুম থেকে উঠলে নতুন জামাইকে তো ডাবই দেয়। কি জানি বাপু—

(টেঁপীর মায়ের প্রস্থান, নরেনের ঘুমচোখে প্রবেশ)

নরেন—এঃ—অনেক দেরী হয়ে গেল, আজ আবার ওনার যাবার ব্যাপার আছে—আমি না হয় ঘুমিয়ে পড়েছি—কিন্তু তুমি তো ডেকে দেবে।

টেঁপী—মা বলেছে—চা খেয়ে তারপর যেখানে ইচ্ছে যেও।

নরেন—তুমি বোঝ না—আমার অনেক কাজ বাকী। এখন চা খেতে গেলে চ'লবে না।

টেঁপী—চা খেয়ে না গেলেও চ'লবে না। বাবা যে তোমার জন্য চা আন্তে গেলেন—

নরেন—উনি আবার আমার জন্য চা আন্তে গেলেন!

(প্রবেশ পথে কেট্‌লী হাতে হাজারি টেঁপী ও নরেনের কথাবার্ত্তা শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়া দাঁড়াইল)

টেঁপী—শোনো—বাবা চলে যাচ্ছেন। তুমি একটা মত নিয়ে নাও আমাকে কিন্তু একদিন সিনেমা দেখাতে নিয়ে যেতে হবে, তখন যে বলবে—তোমার বাবা ব'লে যায়নি—আমি নিয়ে যেতে পারবো না, এ সব কিন্তু শুনবো না।

নরেন—আমার বয়ে গেছে—কাজ-টাজ ছেড়ে দিয়ে তোমাকে নিয়ে আমি সিনেমা দেখতে যাই।

টেঁপী—তা হ'লে আমারও বয়ে গেছে—তোমার জন্য অত রাত্তির পর্য্যন্ত জেগে বসে থাকৃতে।

নরেন—বেশ তো না থাকলেই পার—।

টেঁপী—আচ্ছা—বেশ। এবার থেকে রোজ সন্ধ্যের সময়—আমি খেয়ে দেয়ে ঘুমোবো—

(চলিয়া যাইতে গিয়া দেখিল হাজারী দণ্ডায়মান। লজ্জায় টেঁপী বলিল—)

টেঁপী—ওঃ—বাবা–

(হাজারি আত্মস্থ হইয়া নিজেকে ফিরিয়া পাইল)

হাজারি—(দ্বিধা-জড়িত কণ্ঠে) না - মানে, এই সেই কথাটাই ভাবছিলুম—ওই দেখ দিকি! কথাটা ভুলেই গেছি। নরেন, ঘুম থেকে উঠেছো বাবা? আমার আবার যাবার সময় হ'য়ে এলো—কিন্তু যেতে আমার মোটেই ইচ্ছে নেই। তবে না গেলেও তো নয়–।

নরেন—তাড়াতাড়ির কিছু নেই। ট্রেনের এখনো ঢের সময় আছে।

হাজারি—না—না—তোমরা ছেলে-ছোকরা—বোঝনা। ইষ্টিশানে একটু আগে থাকতেই যেতে হবে। কলকজার ব্যাপার! গাড়ী ত দু-পাঁচ মিনিট আগেও আসতে পারে!

নরেন—টেঁপী বলছিলো—এর মধ্যে একদিন সিনেমা দেখিয়ে নিয়ে আসবার কথা। তা আপনি কি বলেন?

হাজারি—তা—যেও একদিন—আর দেখ, ওর মাকেও নিয়ে যেও, কখনো তো দেখেনি। যেও যেও সব।

(চীৎকার করিয়া হাজারি বলিল)

হাজারি—কই গো—কি হলো?

(টেঁপীর মায়ের প্রবেশ)

টেঁপীর মা—কি কি হয়েছে কি? আজ তুমি বড় ব্যস্ত হয়েছ!

হাজারি—হবো না? আজ যে ব্যস্ত হবার দিন। দেখ সময় যতই এগিয়ে আস্‌ছে—আমার ততই ভয় ভয় করছে। লোকে বলে ইষ্টিশানের কাছে থাক্‌লে নাকি ট্রেন ফেল করে বেশী।

(টেঁপীর মা নরেন ও হাজারিকে চা দিল)

হাজারি—ও মা টেঁপী! যা যা, আমার ছাতা চাদর নিয়ে আয়।

(টেঁপীর প্রস্থান)

বাবা নরেন, দেখো সব! তোমার উপর আমার অনেক ভরসা।

নরেন—কিছু ভাবতে হবে না। আপনি সাবধানে থাকবেন!

হাজারি—কিন্তু নরেন, কোলকাতার সেই শিকারীবাবুরা মাংস খাবেন বলেছেন—রতন কি পেরে উঠবে? না আমি গিয়ে একবার চট করে দেখিয়ে দিয়ে আসবো?

নরেন—আচ্ছা, আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন বলুন তো? রতন ঠাকুর ঠিক রাঁধবে। আজ সকাল থেকে অন্ততঃ পঁচিশ বার বলে দিয়েছেন—কি ক'রে রাঁধ্‌তে হবে।

হাজারি—হ্যাঁ তা দিয়েছি বটে—

(পদ্ম প্রবেশ করিয়া হাজারিকে প্রণাম করিল)

হাজারি—কে—কে—পদ্মদিদি! তুমি প্রণাম করলে আমায়?

পদ্ম—(ধরা গলায়) হ্যাঁ ঠাকুর! যত নির্য্যাতন তোমায় আমি করেছি তার তিনগুণ ফল পেয়েছি হাতে হাতে! আজ আমাদের কিছু নেই ঠাকুর। চক্কত্তি মহাশয়ের হোটেলও উঠে গেছে। কাল এখান থেকে চ'লে যাব—তাই তোমাকে প্রণাম করতে এলাম। আমায় ক্ষমা করো ঠাকুর! তুমি ক্ষমা না ক'রলে আমার নরকেও ঠাঁই হবে না।

হাজারি—(অভিভূতের মত) এই দেখ! এ সব তুমি কি বল্‌ছো? পদ্মদিদি? তুমি আর চক্কত্তি মশায় না থাক্‌লে আজ আমি কোথায় ভেসে যেতাম একমাত্র ঠাকুর রাধাবল্লভই জানে। আজ যে "আদর্শ হিন্দু হোটেল" খুলেছি—

(ট্রেন ছাড়ার শব্দ পাওয়া গেল, টেঁপী ব্যস্তভাবে আসিল)

টেঁপী—বাবা! তুমি কি? এখনো দাঁড়িয়ে গল্প করছো? সারাদিন ধরে এত গোছগাছ করে সময়-কালে ট্রেন ফেল করলে?

হাজারি—ট্রেন ফেল করলাম্—বলিস কিরে টেঁপী!

টেঁপী—আমি বলছিনা। বলি কানেও কি শুন্‌তে পাওনা ছাই। ওই হুইসেল দিয়ে ট্রেন এতক্ষণ রাণাঘাটের প্ল্যাটফর্ম্ম ছেড়ে চ'লে গেল।

হাজারি—চলে গেল, সারাদিন এত গোছগাছ করে শেষে সময়কালে ট্রেন ফেল করলাম, তুই সত্যি বলছিস্ মা?

টেঁপী—সত্যি না তো কি মিথ্যে? আমি নিজের চোখে দেখে এলাম।

হাজারি—যাক্—ট্রেন যখন আজ ফেল করেছি তখন তো কোন উপায় নেই, কিন্তু যেতে আমাকে হবেই, কাল রাতের গাড়ীতেই

আমি যাব। আমি যে ওদের কাগজে সই করে দিয়েছি—কাজেই যেতে আমাকে হবেই।

নরেন—আপনার আজ কিন্তু যাবার ইচ্ছে ছিল না।

হাজারি—এ কথা ঠিক! রাধাবল্লভজী। সত্যি তুমি আছো। নইলে আমার অন্তরের এই আকুল প্রার্থনা তুমি এমনভাবে পূর্ণ করতে না ঠাকুর! ব্যস্, এইবার আমি নিশ্চিন্দি, কারো কথা আমি শুনবো না। নিজের হাতে মাংস রেঁধে আমি কলকাতার বাবুদের খাওয়াবো। পদ্মদি! শীগগির—তুমি আমার সঙ্গে এসো—অনেক কাজ বাকী আছে—এসো, এসো।

(পদ্ম ও হাজারির প্রস্থান, মঞ্চ অন্ধকার হইল)

ষষ্ঠ দৃশ্য

[অন্ধকারের মধ্যে শুধু দেখা গেল, রক্তের অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—"আদর্শ হিন্দু হোটেল"। ধীরে ধীরে অন্ধকারের যবনিকা সরিয়া গেলে দেখা গেল—বেচু চক্কত্তির হোটেলের অনুরূপ একটি বাইরের ঘর। কিন্তু আরও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একপাশের তক্তাপোশের উপরে মাদুর পাতা ও তাহার উপর ক্যাশ বাক্স। দেওয়ালের উপর রাধাবল্লভের ছবি টাঙানো। ঘরের অন্য পাশে দু'একখানা বেঞ্চ, তার একপাশে অপরাধীর মত নত মুখে বসিয়া বেচু চক্কত্তি। হাজারি প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইল।]

হাজারি—এ কি চক্কত্তি মশায়—আপনি এখানে—

বেচু—(উঠিয়া) তোমার কাছে আমি অনেক অপরাধ করেছি, তাই হোটেলের অংশ আজ দেনার দায়ে বিক্রী হয়ে গেল।

হাজারি—বলেন কি কর্ত্তা? আপনার এই অবস্থা হয়েছে তা আমাকে একবার জানালেও ত পারতেন।

বেচু—জানাবার আমার মুখ ছিল না হাজারি। যাক, শ' খানেক টাকা আমায় দিতে পার? তোমার কাছে আর কি লুকোবো হাজারি, আজ ছ মাসের উপর একটি পয়সাও বাড়ী পাঠাতে পারি নি। আজ ভাবছিলাম—একবার গোয়ালন্দে গিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌বো। এখানে হোটেল করে আর আমি চালাতে পারবো না। এ বয়সে তো অন্য চাকরী করতে পারবো না—আর জানিও না কিছু।

(হাজারি বেচুকে জোর করিয়া ধরিয়া ক্যাশের নিকট বসাইল)

হাজারি—বাবু! আপনার খেয়েই আমি মানুষ। কাজকর্ম্ম যা কিছু শিখেছি সব আপনার হোটেল থেকেই। একথা যেদিন আমি ভুলে যাব ঐ রাধাবল্লভই সেদিন যেন আমার হাত দু'খানা পঙ্গু করে দেন! গোয়ালন্দে যাবার কথা এখন থাক—আপনি দুশ' একশ' টাকা যা চান আমার কাছ থেকে নিয়ে বাড়ী পাঠান। কিন্তু আমার এই "আদর্শ হিন্দু হোটেল"—এ আমার সারা জীবনের স্বপ্ন চক্কত্তি মশায়। সে স্বপ্ন সফল করা আপনাকে বাদ দিয়ে আমার দ্বারা তো সম্ভব হবে না।

(মতি কতকগুলি লোক লইয়া ভিতরে আসিল)

হাজারি—মতি! বাবুরা কোন্ কেলাসে খাবেন চক্কত্তি মশায়ের কাছ থেকে টিকিট নিয়ে ব্যবস্থা করে দাও। আপনারা ততক্ষণ

পাশের ঘরে গিয়ে হাত-পা ধুয়ে পান-তামাক খেয়ে একটু বিশ্রাম করুন।

১ম ভদ্র—ওহে, এই আদর্শ হিন্দু হোটেলে ওয়েটিং রুমও আছে।

২য় ভদ্র—তা হ'লে আজ রাত্রিটা এখানেই থেকে যাব।

হাজারি—হ্যাঁ হ্যাঁ বাবু! সে ব্যবস্থাও আছে।

১ম ভদ্র—দেখি, তাহ'লে ফাষ্ট ক্লাস টিকিটই দিন ক'খানা!

মতি—(টিকিট লইয়া) আসুন—।

(মতি লোকগুলির সহিত ভিতরে গেল)

বেচু - কিন্তু তোমার জামাই নরেন রয়েছে—সেই তো এসব কাজ বেশ দেখতে পারে।

হাজারি—হ্যাঁ তা পারে। কিন্তু চক্কত্তি মশায় ও নতুন বিয়ে করেছে, ওর ঘুম থেকে উঠতেই দশটা-এগারোটা। ততক্ষণে আমার তিনখানা ট্রেনের প্যাসেঞ্জারের খাওয়া শেষ। এমন ক'রলে হোটেল চলে? ও বাজার টাজার করবে আর আজ থেকে কাজটা শিখে নেবে আপনার কাছে, যাতে ভবিষ্যতে কাজটা চালিয়ে নিতে পারে—এই নিন্ চাবি।

(ট্যাঁক হইতে চাবি দিল)

(সুরেন ও বন্ধুবান্ধবের প্রবেশ)

সুরেন—কই হে মাংসের গন্ধ পাচ্ছি—হাজারিঠাকুর কই?

হাজারি—এই যে বাবু—সশরীরে হাজির।

২য় ভদ্র—দে সুরেন, বাজির পাঁচ টাকা এইবার দে, তুই বললি সন্ধ্যের ট্রেনে বোম্বে চ'লে গেছে।

হাজারি—আপনাদের এই ভালবাসার গণ্ডী পেরিয়ে আজ বাইরে যাওয়ার সাহস হাজারি ঠাকুরের হলো না বাবু। আর রাধাবল্লভজী আমার কোন কামনাই তো অপূর্ণ রাখেন নি। সারা জীবন

ধরে চেয়েছিলাম একটি "আদর্শ হিন্দু হোটেল"—আপনাদের নিজের হাতে যত্ন করে খাওয়াব।

স্থরেন—আমরা ভেতরে চললাম্। আর ওই সামনের দোকান থেকে কিছু ভাল দই আমাদের জন্যে আনিয়ে দিও তো?

(ধীরে ধীরে মঞ্চে পদ্মের প্রবেশ)

হাজারি—এ সব তো বাবু আমার এলাকার বাইরে। আমার কাজ শুধু রান্নাঘরে। এ সবের ভার হলো আমার ঐ পদ্মদিদির ওপর।

স্থরেন—ঝি, তুমি তা হ'লে দইটা নিয়ে ভেতরে এসো। চল হে।

(স্থরেন ও ভদ্রলোকগণ চলিয়া গেল)

পদ্ম—(জল ভরা চোখে) বাইরের কাজের ভার আমার উপর?

হাজারি—হ্যাঁ! আর কাউকে পাঠাই—আর পচা বাসি মাল নিয়ে আমার আদর্শ হিন্দু হোটেলের স্থনামটা ডোবাক্, এইটাই তুমি চাও?

পদ্ম—কিন্তু—আমি যে কাল সকালেই দেশে চলে যাচ্ছি।

হাজারি—(অভিমান ভরে) তা যাও! তুমি যাও দেশে—উনি যান গোয়ালন্দে—আর আমি একবার রান্নাঘর, একবার বাজার—একবার ইষ্টিশান—এই করি! তার চেয়ে বলো না কেন—আদর্শ হিন্দু হোটেলের ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়ে যেদিকে দু'চোখ যায় সেই দিকে চলে যাই। আর আমি তো কাল থেকে থাকছিই না। তখন দেখবে কে?

পদ্ম—আমার ঘাট হয়েছে ঠাকুর! যে কদিন বাঁচ্বো তুমি আমায় পায়ে ঠেলো না। (বেচুর প্রতি) বাবু পয়সা দাও—দই নিয়ে আসি।

(পদ্ম জলভরা চোখে ভিতরে গেল, হাজারি আনন্দে হাসিতে লাগিল)

(নেপথ্যে) টেঁপী—বাবা—

হাজারি—কে—টেঁপী—? (টেঁপী ও তাহার মা প্রবেশ করিল) আরে তুই হঠাৎ এখানে ?

টেঁপী—আমি একা না—মাও এসেছে।

হাজারি—এই দেখ! তোরা এলি কেন ?

টেঁপী—সেই যে তুমি বলে এলে তুমি নিজে হাতে মাংস রাঁধবে—মা বল্‌লে, চল্‌তো টেঁপী! দেখি একবার কেমন মাংস রাঁধে—যা আমরা পারিনে।

হাজারি—আহা-হা। তা খবর পাঠালেই তো হ'তো। মতিকে দিয়ে মাংস পাঠিয়ে দিতুম।

(টেঁপীর মা টেঁপীর কানে কানে কি বলিল)

টেঁপী—বাবা! মা বল্‌ছে হোটেলে বসে কোনদিন খাইনি তাই—

হাজারি—এই দেখ—মতি! ওরে পাশের ঘরে নিয়ে যা—যা—

মতি—পাশের ঘরে যে কলকাতার বাবুরা—।

হাজারি—ওরে না না, তবে সেখানে না—সেখানে না—চক্কত্তি মশায়ের কাছ থেকে দু'খানা ফাষ্ট কেলাশের টিকিট নিয়ে যা—

মতি—ওনারা খাবেন—টিকিট কেন বাবু—?

হাজারি—না না—তাও ত বটে! টিকিট লাগ্‌বে না। টিকিট লাগবে না। তবে কি করি—কি করি—ঠাকুর রাধাবল্লভ তুমি আমায় এ কি ফ্যাসাদে ফেল্‌লে ?

—যবনিকা—

কুসুমের সহচরীর গান

আজি কুঞ্জ কলিতে ভুঞ্জিতে মধু
যেমতি ভ্রমর আসে,
আজিকে তেমতি রাধিকা শ্রীমতী
মিলিল শ্যামের পাশে।
(কিবা) মুরলীর ধ্বনি বঁধু-মন ভরি
ঢালিয়াছে শ্যাম সুধা পরিহরি,
(তাই) শরম-ভরম তেয়াগিনী রাধা
চিতআনন্দে ভাসে।
শ্যাম নীল তনু, তনুর পরশে
লাগিছে মধুর অতি,
যেনরে গগনে চাঁদের উদয়
ঢালিছে বিমলছ জ্যোতি।
শ্যাম বিনা কিগো বিরহিনী বাঁচে
অতনু দহনে যৌবন যাচে,
(তাই) উছল নয়ানে এমন পীরিতি
অশ্রুতে পরকাশে।

বৈরাগীর গান

ও মন যায়রে বেলা যায়
ওই যাবার গাড়ী দিল পাড়ি
দূর অজানা গাঁয়।
তুই পিছনের মায়া টুটে
পারলিনে হায় যেতে ছুটে,
ফাঁদে পড়া পাখীর মত
বাঁধলি আপনায়।
মাঝ-দরিয়ায় রইলি পড়ে
আঁধার নামে ভুবন ভরে,
কেমন করে পৌঁছুবি আর
পারের কিনারায়।
